NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

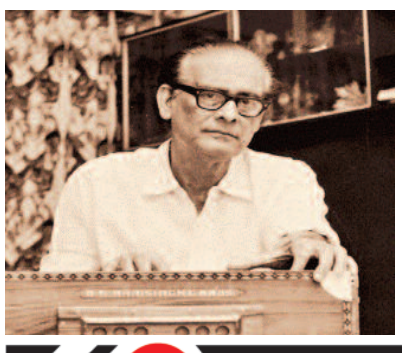

৪ হেমন্তদাকে রফি বলেছিলেন, দাদা আপনার মত গাইতে পারলাম না

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে রেকর্ড গড়ে জয় পেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮

কলকাতা ১৯ জুন ২০২৪ ৪ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.6.2024, Vol.18, Issue No. 10 8 Pages, Price 3.00

চলছে দোষারোপ, প্রাথমিক তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

কাঞ্চনজঙ্ঘা বিপর্যয়ে মালগাড়ির চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার পর একদিন কেটে গিয়েছে। তার পরেও দোষারোপের পালা চলছে। এবার সরাসরি মালগাড়ির মৃত চালকের বিরুদ্ধেই দায়ের হল এফআইআর। সূত্রের খবর, তুলনামূলক দ্রুতগতিতে চলছিল মালগাড়িটি।

সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের এক মহিলা যাত্রী নিউ জলপাইগুড়ির জিআরপির কাছে অভিযোগ করেছেন। দাবি, ঘণ্টায় মালগাড়িটির গতি থাকার কথা ১০ কিলোমিটার কিন্তু বাস্তবে মালগাড়িটি চলছিল প্রতি ঘণ্টায় ৭৮ কিলোমিটার গতিতে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, মালগাড়ির সেই লোকো পাইলট অনিল কুমারের মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনাস্থলে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুর্ঘটনা এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন লোকো পাইলট, নয়তো দুর্ঘটনার আগে মালগাড়ির ইঞ্জিন থেকে লাফিয়ে নেমে যেতে পারতেন। নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু তা করেননি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা বিপর্যয়ের পর প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, তার মধ্যে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল কেবল সিগন্যালই ভেঙেছেন তেমন নয়, নিয়ম ভেঙে নির্দিষ্ট গতির থেকে অনেক বেশি গতিতে মালগাড়ি চালাচ্ছিলেন মালগাড়ির চালক। আর তাতেই ঘটে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। জানা যাচ্ছে, এই দুর্ঘটনার আগে আরও একটি মালগাড়ি ওই রাঙাপানি থেকে বেরিয়ে চটের হাট স্টেশনের উপর দিয়ে গিয়েছিল। তখনও সিগন্যাল বিভ্রাট চলছিল।

৮১০ মিনিটে মালগাড়িটি রাঙাপানি স্টেশন থেকে কাগজ সিগন্যাল নেয় এবং ৮৩৭ মিনিটে চটেরহাট স্টেশন পেরিয়ে যায়। অর্থাৎ মাত্র ২৭ মিনিটে এতটা দীর্ঘ পথ ওই মালগাড়িটি পেরিয়েছিল। অথচ কাগজ সিগন্যালের নিয়ম অনুযায়ী, যা গতিবেগ থাকার কথা, তাতে ন্যূনতম দু'ঘণ্টা সময় লাগতো রাঙাপানি থেকে চটেরহাট স্টেশন পৌঁছতে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও ওই মালগাড়িটির চালক নিয়ম ভেঙে দ্রুত গতিতে একের পর একটি সিগন্যাল পেরিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় যদি কোন এক্সপ্রেস ট্রেন থাকতো ওই লাইনে, তাহলে কাঞ্চনজঙ্ঘার থেকেও বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারত বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার দিন থেকে এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, রাঙাপানি স্টেশন থেকে বেরোনোর পর মাত্র সাড়ে তিন মিনিটে মাল গাড়ির গতিবেগ ৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় উঠে যায়। যা সম্পূর্ণ কাগজ সিগন্যালের নিয়মবিরুদ্ধ। এই ৮ কিলোমিটারের মধ্যে মোট ১৫ টি স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল রয়েছে। মালগাড়ির চালক প্রত্যেকটি লাল সিগন্যাল ভেঙে এগিয়ে গিয়েছেন বলে প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। মালগাড়ির চালকদের লার্নিং থাকতে হয়। এই মাল গাড়ির চালকের লার্নিং ছিল কিনা, সেটাও তদন্ত সাপেক্ষ। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মালগাড়ির চালকের। তাঁর বিরুদ্ধেই এক যাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হয়েছে এফআইআর। পুরো ঘটনা এখন তদন্তসাপেক্ষ।

প্রাণ গেল এক শিশুর, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১০

জলপাইগুড়ি: ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আরও এক জনের। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হল ছ'বছরের শিশুকন্যার। সোমবার থেকে একটানা লড়াই চলছিল তার। চিকিৎসায় কোনও রকম খামতি রাখেননি ডাক্তাররাও। তবে শেষ রক্ষা হল না। মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ল ছোট্ট স্নেহা। সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর মোট ৩৭ জন ভর্তি হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় ট্রমা কেয়ার ইউনিটে। আর আশঙ্কাজনক ছিল ছ'বছরের ওই শিশুকন্যা। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখম ছিল তার। গতকাল থেকে তার শারীরিক পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলছিল শিশু রোগ বিশেষজ্ঞদের একটি দল। তবে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি তাকে। এই নিয়ে রেল দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১০।

আসন পুনর্দখলের পর প্রথম কোচবিহারে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াপান দিয়ে মমতাকে 'প্রাসাদে' স্বাগত জানালেন বিজেপির অনন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা ১২টা বাজার খানিকক্ষণ আগেই কোচবিহার সার্কিট হাউস থেকে মদনমোহন মন্দিরের দিকে রওনা দেয় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়।

লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করেছিলেন এই কোচবিহার থেকেই। ফলপ্রকাশের পর জানা যায়, তৃণমূল বিজেপির কাছ থেকে কোচবিহার আসনটি পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়েছে। সেই জয়ের পর এই প্রথম জেলায় এলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন মদনমোহন মন্দিরে। সেখানে পুজো দেন তিনি। এর পর কোচবিহার থেকে রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ অনন্তের সঙ্গে দেখা করতে যান মমতা। সকালে যখন মুখ্যমন্ত্রী মদনমোহন মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পিছনে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, উদয়ন গুহ, কোচবিহারের প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। আগাগোড়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কোচবিহার লোকসভায় নিশীথ প্রামাণিককে হারানো জগদীশ রায় বাসুনিয়াও।

মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় ছোটে চকচকার দিকে। সেখানেই বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায়ের বাড়ি। এলাকায় নগেন্দ্রের পরিচিতি অনন্ত মহারাজ নামে। তাঁর বাড়িকে স্থানীয়েরা 'প্রাসাদ' বলতে অভ্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অনন্ত অপেক্ষা করছিলেন বাড়ির বাইরে। মমতা সেখানে এসে পৌঁছতেই অনন্ত ছুটে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। গলায় পরিয়ে দেন রাজবংশী উত্তরীয়। হাতে তুলে দেন রাজবংশী ঐতিহ্যবাহী গুয়াপান।

কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রটিকে পাখির চোখ করে ঝাঁপিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু শুরু থেকে লড়াই ছিল অত্যন্ত কঠিন। কোচবিহার লোকসভায় নির্ণায়ক রাজবংশী ভোটের একটি অংশ তৃণমূলের সঙ্গে থাকলেও অপর গোষ্ঠীর নেতা অনন্ত মহারাজ ছিলেন খোলাখুলি ভাবে বিজেপির সঙ্গে। তাঁকে সাংসদ করে রাজ্যসভায়ও পাঠায় বিজেপি। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে অনন্তের সম্পর্ক সব সময় মসৃণ গতিতে এগোয়নি। বিভিন্ন কারণে দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের উপর 'গোসা' হয় অনন্তের। কোচবিহারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, এই 'গোসা'রই ফয়দা গিয়েছে তৃণমূলের ভোটবাক্সে। আরও বিভিন্ন সমীকরণও তৃণমূলের পক্ষে যায়। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে কোচবিহার আসনটি দখল করে তৃণমূল। ভোটের ফলের বিশ্লেষণে দেখা যায়, তৃণমূলের পক্ষে থাকা বংশীবদন বর্মণের হাতে থাকা রাজবংশী ভোট তৃণমূলে গিয়েছে তো বটেই, এমনকি অনন্তের তরফের ভোটেও থাবা বসিয়েছে তৃণমূল। এই প্রেক্ষিতে এ বার অনন্তের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বেশ কিছু ক্ষণ সময় চকচকার প্রাসাদে কাটান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ার পর সাংবাদিকদের অনন্ত জানান, কেবলমাত্র 'গ্রিন টি' খেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দু'জনের মধ্যে হয়েছে গল্পগুজব। রাজনীতির কোনও প্রসঙ্গই সেখানে ওঠেনি বলে দাবি বিজেপি সাংসদের। অনন্তের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে ঢোকার সময় বাড়ির বহর দেখে অবাক হন মুখ্যমন্ত্রী। হাসতে হাসতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমি জীবনে এত বড় বাড়ি দেখিনি।'

জেলা নেতৃত্বকে সতর্কবার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ সময় ধরে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল ভুগেছে কোচবিহার, লোকসভা ভোটে সমন্বয় রেখে রাজের ফসল ঘরে তুলেছে তৃণমূল। তাই দলনেত্রীর বার্তা, ফলাফলে আত্মতুষ্টিতে ভুগলে হবে না। নিজেদের দ্বন্দ্ব ভুলে আরও কাজ করতে হবে। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে প্রথম থাবা বসিয়েছে তৃণমূল। নিশীথ-গড় কোচবিহার উদ্ধার করেছেন তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। আর সেই কারণেই নির্বাচন পরবর্তী সময়ে উত্তরবঙ্গে পা রেখেই আগে জেলা নেতৃত্বের কয়েকজনকে ডেকে ছোট বৈঠক করেন মমতা। রুদ্ধদ্বার সেই বৈঠকে জেলা নেতৃত্বকে তৃণমূল নেত্রী সতর্ক করে দিয়েছেন বলে খবর। সূত্রের খবর, উদয়ন গুহ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষদের প্রতি তাঁর বার্তা, ফলাফলে আত্মতুষ্টিতে ভুগলে হবে না। নিজেদের দ্বন্দ্ব ভুলে আরও কাজ করতে হবে। সামনে বিধানসভা নির্বাচন। তাতেও যেন এমনই ভালো ফলাফল হয়।

মদনমোহন মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী।

হাইকোর্টে জমা পড়ল ভোট পরবর্তী অশান্তির রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট মিটতেই একের পর এক অশান্তি, হিংসার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। আর এই ভোট পরবর্তী অশান্তি নিয়ে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট দিল রাজ্য। প্রসঙ্গত, বিচারপতি কৌশিক চন্দের ডিভিশন বেঞ্চ গত ৬ জুন এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশ দেয়। যেখানে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, রাজ্যের ডিজিকে ই-মেইল করে অভিযোগ জানাতে পারবেন ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা। এই সব অভিযোগ খতিয়ে দেখে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেয় আদালত। তারই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার এই রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় রাজ্যের তরফ থেকে। সূত্রের খবর, গত ৬ জুন থেকে ১২ জুন পর্যন্ত রাজ্যের ডিজির ইমেল আইডিতে ৫৬০ টি অভিযোগ জমা পড়েছে। জমা পড়া অভিযোগের মধ্যে থেকে ১০৭টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। ৯২টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অপরাধের তেমন কোনও ঘটনা পাওয়া যায়নি যা ধর্তব্যযোগ্য। ১১৪টি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে কোনও অপরাধ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৮টি অভিযোগ ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। এর পাশাপাশি ৮৮টি অভিযোগ একই ঘটনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার দায়ের করা হয়েছে। ৩টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর কোনও ঠিকানা নেই বলে সূত্রের খবর। ১৩৮টি অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খতিয়ে দেখার কাজ সম্পূর্ণ হলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।

মঙ্গলবার ভোর রাতে শিয়ালদহে এসে পৌঁছোলেন আতঙ্কিত যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাতসকালে এক ঝাঁকুনিতে থেমে গিয়েছিল ট্রেন। তার পর দিনভর টানাপোড়েন। একের পর এক মৃত্যু। এসব পেরিয়ে মঙ্গলবার ভোররাতে সুস্থ যাত্রীদের নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছল অভিশপ্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যাত্রীদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করলেন খোদ ফিরহাদ হাকিম। তবে যাত্রীদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ ছিল স্পষ্ট।

মঙ্গলবার ভোর। ঘড়ির কাটায় ৩ টে বেজে ২০ মিনিট। শিয়ালদহ স্টেশনের ১৩ নম্বর ঢোকে অভিশপ্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। যাত্রী সংখ্যা ১২৯৩। স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন ফিরহাদ হাকিম, স্নেহাশিষ চক্রবর্তী, শিয়ালদহের ডিআরএম-সহ একাধিক আধিকারিক। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই একে একে নেমে পড়েন যাত্রীরা। সকলের চোখে আতঙ্ক। কেউ কেউ নেমেই ভেঙে পড়লেন কান্নায়। কেউ আবার জড়িয়ে ধরলেন ফিরহাদ হাকিমকে, কেঁদে ফেললেন। স্টেশনে নেমেই কারও মুখে ভংয়কর সেই দৃশ্যের কথা। এদিকে রাজ্যের তরফে ব্যবস্থা করা হয়েছিল বাসের। ছিল অ্যাম্বুল্যান্সও। তবে, যাত্রীরা সকলেই সুস্থ ছিলেন। ফলে অ্যাম্বুল্যান্সের প্রয়োজন পড়েনি।

নিট নিয়ে সুপ্রিম নোটিস

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন: ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং জাতীয় পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা (এনটিএ)-র কাছে জবাব তলব করে ফের নোটিস দিল সুপ্রিম কোর্ট। নিট-এ অনিয়ম নিয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে শীর্ষ আদালতে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে একটি মামলা দায়ের হয় আদালতে। মঙ্গলবার তারই শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে।

দক্ষিণে বর্ষা আসবে আরও ৩-৪ দিন পর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাসছে উত্তরবঙ্গ। অস্বস্তিকর গরমের জ্বালায় পুড়ছে দক্ষিণ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতা-সহ আশপাশের জেলার আকাশে মেঘ রয়েছে। আপাতত আকাশ মেঘলা থাকবে। তবে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

মে মাসের শেষ দিন উত্তরবঙ্গে বর্ষা এসেছে। কিন্তু দক্ষিণে তার আগমন বার বার পিছিয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বলেছিল, বর্ষা আসবে চার থেকে পাঁচ দিনের মাথায়। অর্থাৎ মঙ্গল অথবা বুধবার। মঙ্গলবার আলিপুর হাওয়া অফিস জানাল, বর্ষা দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করবে আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে। তার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মৌসুমী বায়ুর উত্তর অংশটি এখনও ইসলামপুরেই থমকে রয়েছে। এ দিকে উত্তর-পূর্ব অসম এবং আশপাশের এলাকায় রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। তার টানে বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসছে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু। সে কারণেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে ভারী বৃষ্টি (৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার)। জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। আগামী শনিবার পর্যন্ত এই তিন জেলায় চলতে পারে ভারী বৃষ্টি। এই তিন জেলার সঙ্গে দার্জিলিং এবং কালিম্পঙেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে মঙ্গলবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে।

জেতার পর প্রথমবার বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ১৮ জুন: লোকসভা নির্বাচনে ভারতবাসীর রায়কে 'নজিরবিহীন' বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জেতার পরে প্রথম বার নিজের সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসীতে মঙ্গলবার কৃষক সম্মেলনে মোদি বলেন, 'বাবা বিশ্বনাথ, মা গঙ্গার আশীর্বাদ এবং কাশীর মানুষের ভালবাসায় আমি তৃতীয় বার দেশের প্রধান সেবক হয়েছি।'

ওই সভায় দেশের কৃষকদের উন্নয়নে তাঁর সরকারের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন মোদি। তিনি বলেন, 'সরকার গড়ার পরে আমরা প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছি কৃষক এবং গরিবদের স্বার্থে।' এর পরেই তাঁর দাবি, 'ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে জয়ের হ্যাটট্রিক একটি বিরল ঘটনা।' 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান সম্মেলন' শীর্ষক ওই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী দেশের ন'কোটি ২৬ লক্ষ কৃষকের 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি'র ২০ হাজার কোটি টাকার ১৭তম কিস্তি বণ্টন করেন। এদিকে আগামী ৩০ জুন প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান করবেন মোদি।

এদিন বারাণসীর সভা থেকে পিএম কিষাননিধি প্রকল্পের ১৭তম কিস্তি বাবদ ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানান মোদি। যাতে উপকৃত হবেন ৯.২৬ কোটি কৃষক। কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বলছে, পিএম কিষাননিধি প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত দেশের ১১ কোটি কৃষক পরিবার মোট ৩.০৪ লক্ষ কোটি টাকা পেয়েছে। মঙ্গলবার বিশ্বনাথধামের অনুষ্ঠানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩০ হাজার মহিলার জন্য 'কৃষি সখী' প্রকল্পের আওতায় শংসাপত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। কেএসসিপি প্রকল্প গ্রামীণ অঞ্চলের মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এই প্রকল্পের একটি শাখা পদ্ধতি হল 'লাখপতি দিদি'।

যোগীরাজ্যের অনুষ্ঠানে তাঁকে সমর্থনের জন্য বারাণসীর অধিবাসীদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তৃতীয়বারের ক্ষমতা আরও মজবুত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে বিজেপি সরকারকে, দাবি করেন মোদি। অনুষ্ঠানে প্রধামন্ত্রীর ঢালাও প্রশংসা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যোগীর কথায়, নিজের কাজের জোরে গোটা বিশ্বে ভারতকে নতুন পরিচয় দিয়েছেন মোদি। এর পরেও অবশ্য হিন্দি বলয়ের হার্টল্যান্ড উত্তরপ্রদেশে প্রত্যাশা অনুয়ায়ী ফল করতে পারেনি গেরুয়া শিবির। নেপথ্য কৃষক ক্ষোভকেই চিহ্নিত করেছে গেরুয়া শিবির। সেই কারণেই কুর্সিতে নাম লিখিয়েই পিএম কিষাননিধির ১৭তম কিস্তি বরাদ্দ করা হল, মনে করছে বিশ্লেষকরা।

এদিকে নির্বাচনী ধাক্কা কাটিয়ে দ্রুত পুরনো জমি পুনরুদ্ধারে একগুচ্ছ সাংগঠনিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিজেপি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা স্মরণ করতে ২৩ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করবে বিজেপি। ২১ জুন সরকারি উদ্যোগে পালিত হবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সারাদেশে বিজেপি নেতাকর্মীদের এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে হবে। ২৫ জুন পালিত হবে 'আপৎকাল কা কালা দিবস'। এমার্জেন্সির সময় যাঁরা জেলবন্দি ছিলেন, এমন জীবিত ব্যক্তিদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন বিজেপি নেতারা। তৃতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর ৩০ জুন প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বক্তৃতার বিষয়বস্তু কী হবে তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত চাওয়া হয়েছে।

পিএম কিষাননিধির জন্য ২০ হাজার কোটি বরাদ্দ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Prasenjit Sarkar S/o. Parimal Sarkar ও Prosenjit Sarkar S/o. P. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৬ নং এফিডেভিট বলে Pratip Chattopadhyay S/o. Ananda Chattopadhyay ও Pratip Chatterjee S/o. AD Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭১১৫ নং এফিডেভিট বলে Anjan Kumar Nandy S/o. Tridib Ranjan Nandy ও Anjan Kr. Nandy S/o. T. Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৪০৪ নং এফিডেভিট বলে Abu Tayem Sarkar S/o. Abdul Latif Sarkar ও Abutayem Sarkar S/o. L. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭১১৬ নং এফিডেভিট বলে Swapan Pramanik S/o. Kashinath Pramanik ও Swapan Kr. Pramanick S/o. K. N. Pramanick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ২৯৭৬ নং এফিডেভিট বলে Tapas Adak S/o. Late Ajit Adak ও Tapash Adak S/o. Late Ajit Adak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Raki (old name) S/o Abdul Hakim R/o. Mallick Para, Dwarpara, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abdul Raki Mallik (new name) S/o. Abdul Hakim Mallik নামে পরিচিত হইয়াছি। Abdul Raki S/o Abdul Hakim & Abdul Raki Mallik S/o. Abdul Hakim Mallik উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭১১৩ নং এফিডেভিট বলে Jaydeb Pal S/o. Kamal Krishna Pal ও Joydev Paul S/o. Lt. K. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী লক্ষী রানী গিরি @ লক্ষীবালা গিরি স্বামী বঙ্কিম বিহারী গিরি পিতা- গবদ্ধন বারিক এর পক্ষে আমোক্তার শ্রী স্বপন মুখার্জী পিতা- শ্রী মধুসূদন মুখার্জী মহাশয়কে খিদিরপুর মৌজায়, দাগ নং ৩৯৬, হাল দাগ নং- ৫৫৫ এর ১৭/১০/২০২৩ তারিখে ৯৬৩৯ আমোক্তার অনুসারে বিক্রি করে উক্ত সম্পত্তি লইয়া কারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহারোও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Tarakeswar Chatterjee
Advocate
M-9733806771

বিজ্ঞপ্তি

জেলা ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৭৭/২০২৩

দরখাস্তকারীগণঃ অপর্ণা সামন্ত মাইতি, স্বামী- ৺সুশীল কুমার সামন্ত ও সৌভিক সামন্ত, পিতা- ৺সুশীল কুমার সামন্ত উভয়ের সাকিম গ্রাম ও পোঃ- মুক্তারপুর, থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলী। পিন- ৭১২৪০১।

এতদ্বারা মৃত সুশীল কুমার সামন্ত, সাকিম গ্রাম ও পোঃ- মুক্তারপুর, থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০১ -এর স্বার্থ- সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মারফৎ হুজুর আদালতে জানাইবেন অন্যথা একতরফা বিচার হইবে ।

তপশীল

গ্রাম ও পোঃ- মুক্তারপুর, থানা- তারকেশ্বর, জেলা -হুগলী, পিন- ৭১২৪০১ পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী ৺সুশীল কুমার সামন্তর নামে থাকা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, তারকেশ্বর ব্রাঞ্চের ১০৭৭২৬৮১৫৭৬, পাবলিক প্রডিডেন্ট ফান্ডের ৭,৭১,৬৪২ (সাত লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশ টাকা), যাহার সি.আই.এফ. নম্বর- ৮০৬১৮৫৪৮১২২

ফাইলড বাই
কুণাল চক্রবর্ত্তী
এ্যাডভোকেট

সেরেস্তাদার
সৌমেন ঘোষাল
(জেলা ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর, ০২/০৪/২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন আদালতে ও বি.এল. এন্ড এল.আর ও অফিসে নিম্নলিখিত ল' ক্লার্কস গণ কাজ করিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস রাজ্য কাউন্সিলের শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তল) ১ নং বেলেঘাটা রোড, কলকাতা-৭০০০১৪ ঠিকানায় তাহাদের নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারেন। উপোরক্ত ঠিকানায় কাউন্সিল দপ্তরে, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, দাঁতন-১,২, ব্লকঃ- মোহনপুর ব্লক, ১) শম্পা দাস, ২) সমীর কুমার বাগ, ৩) বাপুন প্রধান, ৪) অনুপ দাস, জেলা-নদীয়া, চকডাহা ব্লক, ১) বাপী মন্ডল।

বিনীত
A.I.L.C.F
West Bengal State
Adhir Manna
President
17/06/2024

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী পাচুগোপাল বিশ্বাস, পিতা-শ্রী নিরঞ্জন বিশ্বাস, সাকিন-ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, পোঃ- শক্তিনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২ অধীন ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার সাবেক আর.এস ৩২৭১ নং এল.আর ২৭১২৯ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ৩২৭১ নং এল.আর ২৭১২৯ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ১২৮৯৬, ৩২৬৬৫, এল. আর ২৩৮৭০ দাগের ১২ শতক সম্পত্তি গত ইং ০২.০২.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১৩৭৭/২০২৩ নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রী প্রভাত সাহা ওরফে প্রভাত কুমার সাহা, পিতা-মৃত প্রফুল্ল চন্দ্র সাহা, সাকিন ২ নং যতীন সাহা রোড, পোঃ- শক্তিনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২ মহাশয়দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। অত্র সম্পত্তি কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোডস্থিত ২৬ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। এমতবস্থায় আমি শ্রী পাচুগোপাল বিশ্বাস উপর বর্ণিত সম্পত্তির ৪.১৩ শতক জমি শ্রী অর্পণ কুন্ডু, পিতা-শ্রী অমল কুন্ডু, সাকিন-ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, পোঃ- শক্তিনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২ মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করিয়াছি গত ইং ০৪/০২/২০২৪ দলিল নং ১১৩৪/২০২৪।
উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর/ ডি.এস.আর অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তরনামা

আমার মক্কেল **প্রসেনজিৎ রায়**, পিতা- প্রফুল্ল কুমার রায়, সাং- ২ নং রবীন্দ্রনগর, থানা - চুঁচুড়া, পোঃ রবীন্দ্রনগর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩ বিগত ইং-20/02/24 তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে ১ নং বহির ১৮৬৯/২৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে মনজিৎ মাঝি পিতা- ৺সুফল মাঝি, সাং- কানাগড়, পোঃ নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১২৩-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে মনজিৎ মাঝি ২৮৮১/২০২৪ নং দলিল মূলে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে বিক্রয় করেন।

তপশীল

জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- কানাগড়, জে. এল.- ১৩, হাল এল.আর. খতিয়ান - ১৯৮৭, আর. এস. দাগ নং- ২১১, হাল এল. আর. ২৪৩ দাগে শালি জমি, মোট ১৲ আনায় ০.৪২ একরের মধ্যে ০.০২০ একর বা কমবেশী ১ কাঠা ৯ ছটাক ২৯ বর্গফুট আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

ইতি –
তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ্ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

BEFORE THE COURT OF DISTRICT DELEGATE AT CHANDERNAGORE
Act XXXIX Case 96 of 2022
Pititioner
Rekha Pal
In the matter of Probate of the Last Will left by Narayan Chandra Pal (Now deceased) son of Lt. Tarak Chandra Pal of Duplexpatty Jugipukur Main Road, PS Chandernagore, Dist Hooghly, West Bengal-712136.

NOTICE

It is hereby brought to the notice of the Public that the petitioner Rekha Pal wife of Sunil Kumar Pal of Duplexpatty Jugipukur Main Road, PS Chandernagore, Dist Hooghly, West Bengal-712136, has applied for obtaining Probate of the Will executed by Narayan Chandra Pal on 08.11.2011. The properties involved in the Will situates in Dist. Hooghly : Demarcated 3 cottahs 11 chittacks or .062 sahasrangsa bastu property along with the building thereon in LR Plot No. 654, L.R. Khatian No. 160, 266, 690, 698, R.S. Plot No. 436, R.S. Khatian No. 206 under Mouza Chandannagar, Sheet No. 17, J.L. No. 1 unedr P.S. Chandannagar, District Hooghly corresponding to Holding No. 810, ward no. 19 of Chandannagar Municipal Corporation (Present Holding No. 918 in the locality of Jugipukur Main Road of ward no. 19 under Chandannagar Municipal Corporation).
If any person have got any claim in respect of the probate of the aforesaid Will, they may personally or through their Advocate appear before this Court within 30 days after paper publication, else the case will be fixed for Exparte hearing for disposal.

By orderof the Court
Soumen Ghosal
District Delegate At
Chandernagore, Hooghly
20.09.2023
Chiraranjan Ghosh
Advocate

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে জুন। ৪ঠা আষাঢ়। বুধ বার। দ্বাদশী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের র মহাদশা। বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রতিবেশীর সাথে হঠাৎ করে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসাটি যেভাবে সাজাবেন ভেবেছিলেন, তাতে কিছু বাধা পড়বে। আজ সতর্ক থাকা ভালো, দূর সম্পর্কের আত্মীয় থেকে। হঠাৎ করে অপরিচিত ফোন কল না ধরা শুভ। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। একদম সকালে বাজার করাকে কেন্দ্র করে পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সম্ভাবনা। নিজেগৃহ মন্দিরে একমুষ্টি আতপ চাল ও প্রদীপ দান করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট বা ডক্টরেট করার জন্য, বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য শুভ। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে শুভ যোগ তৈরি হবে। ঋণ দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। ব্যবসায় নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দেবী মহাকালী চরণে লাল জবা দিন। শুভ হবে।

মিথুন রাশি : দিনটি খুবই শুভ হবে। কর্মের অনুসন্ধানে যারা রয়েছেন তাদের কর্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ। ব্যাংক ইন্সুরেন্স থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। পরিবারে জটিল যে সমস্যা ছিল তার সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : শুভ হবে। আজ পুরাতন বান্ধবী দ্বারা লাভ প্রাপ্তির দিন। প্রেম নিবেদন করবেন ভেবেছিলেন আজ শুভ দিন। প্রেমিক প্রেমিকাদের জন্য অতীব শুভ দিন, বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : বাণিজ্যে সতর্কতা প্রয়োজন। গ্রহ সংস্থান, যা রয়েছে তাতে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। যারা উচ্চবিদ্যায় আছেন, তাদের বাধা পড়বে। আজ সারাদিন দৌড়োদৌড়ি হবে কাজ হবে না। আজ প্রবীণ নাগরিকদের যুক্তি মানলে হয়তো এগিয়ে যেতে পারবেন। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ গৃহকলহ। দেবী তারার মন্ত্রে প্রদীপ জ্বালুন, গৃহ মন্দিরে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ সতর্ক হয়ে পথ চলুন। আজ ছোট্ট একটি বিবাদকে কেন্দ্র করে বড় আকার ধারণ করতে পারে। যে স্বজনকে আপনি পছন্দ করতেন না, হঠাৎ করে আজ তার ফোন কলে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা সতর্ক থাকুন। যারা শিক্ষকতা করেন তারা সতর্ক থাকুন। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। ব্যবসা বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করেছিলেন, নির্ভয় তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল শুভ। গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পুরাতন বান্ধবী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা টেকনিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজের মধ্যে আছেন, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা উচ্চবিদ্যা আছেন তাদের জন্যও শুভ। ব্যাংকিং টেনশন যা ছিল, সেখান থেকে সমস্যার পথ পাবেন। পরিবারে গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন। কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : নৈরাশ্য- আলস্য হতাশা, আপনাকে আজ গ্রাস করবে। কোন সুযোগ হাতের বাইরে যেতে পারে। আপনাকে আজ সাক্ষাতের জন্য কেউ ডাকলে, খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা করুন। কোন প্রভাবশালী মানুষের সহযোগিতায় কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আপনার আলস্য নৈরাশ্য হতাশা আজ গ্রহ সংস্থান এইরকম। গৃহে কলহ বিবাদের সম্ভাবনা। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকে আপনার আধ্যাত্বিক শক্তি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। মনের মধ্যে একটা আনন্দ অনুভূত হবে, স্বজন বান্ধব পরিবার প্রতিবেশী দ্বারা শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। এগিয়ে চলুন বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমিকদের অত্যন্ত শুভ। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন। শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : শ্রমের দ্বারা জয় নিশ্চিত। কিছুটা হতাশা মনোমধ্যে তৈরি হবে। কর্মে শুভ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। যারা শিল্পী এবং কলা কুশলী বা অভিনয় করেন তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যে যোগাযোগ আটকে ছিল আজ আবার তা নতুন পথ দেখাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে বিশ্ব পত্রসহ ভগবান শিবের পুজো করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। ব্যবসা-বাণিজ্ঞ অর্থবৃদ্ধি। বিশেষত তরল পদার্থ কেমিকেল জল দুধ এই ধরনের বাণিজ্যে যারা আছেন, তাদের প্রভূত সম্মান বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন স্বজন আত্মীয় দ্বারা উপকৃত হবেন। আজ গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

বর্ষার আগে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে হাওড়ার বিপজ্জনক বাড়িগুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া পুরনিগমের অন্তর্গত প্রায় ২৭ টি বাড়ি সহ পূর্বের বালি পৌরসভা এলাকাতে হাওড়া শহরের প্রায় ৪০০টি বাড়ি বিপদজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এই প্রত্যেক বাড়িতে বারবার করে নোটিশও পাঠিয়েছে পৌর নিগম। তাতে সেখানকার লোকজনকে বলা হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িটি ছেড়ে নতুন করে বা মেরামত করে থাকার জন্য। পৌর নিগম এলাকার হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, গিরিশ ঘোষ রোড, হেমপাল লেন, জিটি রোড সহ লিলুয়া বেলুড় বালি এলাকার যে সমস্ত বিপদজনক বাড়িগুলো রয়েছে সেটাতে কোথাও শরিকি ঝামেলা এবং কোথাও বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার ঝামেলা চলছে বলে জানিয়েছেন পৌর প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য রিয়াজ আহমেদ। তিনি বলেন, যে যদি আইনের মাধ্যমে আদালত নির্দেশ দেয় তাহলে পৌরসভার তরফ থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়া যেতে পারে। হেমপাল লেনের বিপদজনক বাড়ির বাড়িওয়ালা জানাচ্ছেন, যে কিছু লোককে টাকা পয়সা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু ভাড়াটিয়াদেরকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও বেশ কয়েকজন ভাড়াটিয়া জায়গাটা ঠিক করতে দিতে চাইছে না। আবার ভাড়াটিয়ারা যদি রাজি হয়ে যায় তাহলে তাদের যে জায়গা রয়েছে সে নির্দিষ্ট জায়গা তারা শুধুমাত্র বানানোর খরচা দিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিতে চাইছে। একদিকে ভাড়াটিয়া বলছেন যে আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য যদি আমাদেরকে দেওয়া হয় আমরা নিশ্চয়ই সেখানে নতুন করে বাড়ি হতে দেব। বেশ কিছু জায়গায় বাড়িওয়ালা বা ডেভলপাররা, ভাড়াটিয়াদেরকে অন্য জায়গাতেও থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তবে প্রশ্ন উঠছে যে যদি কোন রকম ভাবে অঘটন বা দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তার দায়ী কে হবে। পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বারবার তাদেরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং মিটিং করেও বলে দেওয়া হয়েছে, তার পরেও তারা বিষয়টা গুরুত্ব দিচ্ছে না। যদিও সামনে বর্ষাকাল আসছে, তাতে বাড়ির কোথাও ছাদ পড়ে যাচ্ছে কোথাও সিঁড়ি ভেঙে যাচ্ছে, তাহলে এত মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে দায়িত্ব কারা নেবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

রাতের মেট্রো যাত্রীর পরিসংখ্যান দিল মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে গত ২৪ মে থেকে সোম থেকে শুক্রবার রাতে দমদম থেকে কবি সুভাষ এবং কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত আপ এবং ডাউনে একটি করে মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তবে রাতের এই মেট্রোতে লোক হচ্ছে না বলেই দাবি করা হচ্ছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। একইসঙ্গে পরিসংখ্যান দিয়ে জানানো হয়েছে, আপ এবং ডাউনে মাত্র ৬০০ করে গড়ে যাত্রী হচ্ছে। তা থেকে মেট্রোর আয় হচ্ছে মাত্র ৬০০০ টাকা। যেখানে প্রতিদিন এক-একটি ট্রিপ মেট্রো চালাতে ব্যায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা বলেই জানাচ্ছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ, ২লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হয় দুটি ট্রিপে। সঙ্গে আনুষঙ্গিক খরচ রয়েছে আরও ৫০ হাজার টাকা।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, রাতে এই দুটি মেট্রো চালিয়ে লাভের অঙ্ক দেখা তো দূর অস্ত- ক্ষতিই হচ্ছে মেট্রোর। যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে করছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

প্রাক-মালিকানাধীন গাড়ির বাজারে বিপ্লব

কলকাতা: অটোবিক্স কলকাতায় প্রাক-মালিকানাধীন গাড়িগুলির জন্য একটি অভাবনীয় অটোটেক নিলাম প্ল্যাটফর্ম নিয়ে এসেছে। অমিত প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অমিত পারেখ বলেন, 'অটোবিক্স প্রাক-মালিকানাধীন গাড়ির বাজারে স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতা আনতে

পারেখের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অটোবিক্স-এর লক্ষ্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং ন্যায্যতা প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাক-মালিকানাধীন গাড়ির বাজারকে চাঙ্গা করা। অটোবিক্স-এর প্রস্তুত। আমাদের প্ল্যাটফর্ম বিক্রেতাদের নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার এবং প্রকৃত বিড দেখভালের দায়িত্ব নেয়। আমরা গাড়ির বাজারটিকে প্রযুক্তির সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

কলকাতা পুরসভাকে নাইট শেল্টার বাড়ানোর আর্জি কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাইট শেল্টার আরও বাড়ানো হোক এমনটাই চাইছে কলকাতা পুলিশ। কারণ, নানা কারণে কলকাতায় ক্রমেই বাড়ছে মানুষের ভিড়। সঙ্গে সমানুপাতে বাড়ছে আশ্রয়হীন মানুষের সংখ্যাও। ফলে এই ভিড়ের একাংশকে বাধ্য হয়ে রাত কাটাতে হচ্ছে ফুটপাথেই। সে বর্ষাই হোক আর প্রবল শীত যাই হোক না কেন। ফলে সমস্যাতেও পড়তে দেখা যায় তাঁদের। তবে এঁদের জন্য কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে বানানো হয়েছে নাইট শেল্টার। তবে দিনকে দিন যে ভাবে ভিড় বাড়ছে কলকাতার বুকে তাতে এই নাইটশেল্টারও অপর্যাপ্ত হয়ে উঠছে। আর সেই কারণেই কলকাতা পুরসভাকে এই আর্জি জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে শহরে নাইট শেল্টার রয়েছে মোটে ৪৫টি। সব মিলিয়ে সেখানে থাকতে পারেন ৪২০০ জন। আশ্রয়হীনদের সুবিধার জন্যে এই শেল্টারগুলিতে লাইট, পাখা রয়েছে। এ রকম নাইট শেল্টারের সংখ্যা যে আরও বাড়ানো প্রয়োজন, মানছেন পুরকর্তারাও। কিন্তু জায়গার অভাব তাঁদের বড় মাথাব্যথা। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, শহরে নতুন করে অন্তত ২৫টি জায়গায় নাইট শেল্টার বানানোর আর্জি জানানো হয়েছে তাদের তরফ থেকে। যে জায়গাগুলিতে সবচেয়ে বেশি মানুষ ফুটপাথে থাকেন, সে সব জায়গাতেই নাইট শেল্টার চাইছে লালবাজার। এই জায়গাগুলি হল শিয়ালদা, হাতিবাগান, ডালহৌসি, গড়িয়াহাট, নিউ আলিপুর, নিউ মার্কেট, মৌলালি, শ্যামবাজার, কাশীপুর, চেতলা, ভবানীপুর, পাক সার্কাস, এন্টালি, ট্যাংরা এবং বেলেঘাটা। প্রসঙ্গত, বছর চারেক আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পুরসভা শহরের ফুটপাথে কতজন থাকেন, তা নিয়ে সমীক্ষা করেছিল। সমীক্ষার জন্যে শহরের ১৬টি বরোকে পাঁচটি জোনে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম সমীক্ষায় ফুটপাথে বাস করা মানুষের সংখ্যা দেখা গিয়েছিল ৬৪২৯ জন। শেষ সমীক্ষায় সেই সংখ্যাই বেড়ে দাঁড়ায় ৭২৭৬ জনে। বর্তমানে সংখ্যাটা ১০ হাজারের আশেপাশে বলেই দাবি পুলিশের।

কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে এই আর্জি শোনার পর নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পুরসভাও। জায়গার অভাব মেটাতে বিভিন্ন সরকারি দফতরকে তাদের হাতে থাকা ফাঁকা জমি পুরসভার হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব সম্প্রতি দিয়েছেন পুরকর্তৃপক্ষ। রেল এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছেও জমি চাওয়া হয়েছে নাইট শেল্টারের জন্যে। মেয়র পারিষদ (বস্তি) স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'এটা ঠিক, শহরে নাইট শেল্টারের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। জমি পেলেই নতুন নাইট শেল্টার তৈরির কাজ শুরু হবে।' চলতি বছরে অন্তত ৫টি নতুন নাইট শেল্টার তৈরির টার্গেট রয়েছে বলে জানাচ্ছেন পুরকর্তারা।

অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বেলুড়ের ঘুসুড়ি বজরংবলী মার্কেটে এক লোহার কারখানা ও গোডাউনে অক্সিজেন সিলিন্ডার ফেটে গুরুতর জখম হন ২ শ্রমিক। স্থানীয় সূত্রে খবর বেলা আনুমানিক আড়াইটে নাগাদ হঠাৎই জোরালো শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। এরপরই জানা যায় বজরংবলী মার্কেটে একটি কারখানায় অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ২ শ্রমিক। তাদেরকে স্থানীয় জয়সওয়াল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ২ জনের মধ্যে ১ জনের হাত ও একজনের পা গুরুতর জখম হয়েছে । ঘটনার খবর পেয়ে বেলুড় থানার পুলিশ ছুটে আসে। তারা ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখেন। মূলত কাজ করার সময় এই বিপত্তি ঘটে । ওই কারখানাতে ১৫ থেকে ২০ জন শ্রমিক কাজ করেন । স্থানীয়দের অভিযোগ ওই ঘটনার পর মালিক সহ

কারখানার দায়িত্বে যারা থাকেন তাদের কারোর দেখা নেই, দুর্ঘটনার পর আর কেউ ছিলনা, সকলে পালিয়ে যায়। ঘটনায় আহত অবস্থায় পড়ে থাকা গুরুতর আহত দুই শ্রমিককে স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই ২ আহত শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ার দরুন তাদের কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেলুড় থানার পুলিশ। কারখানাতে বেআইনিভাবে সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে। এছাড়াও কারখানা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজ ও অনুমতি আছে কিনা তাও তদন্তে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

লোকসভা নির্বাচনে 'ব্যর্থতা' মানুষের মন বুঝতে না পারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানুষের মন বুঝতে ব্যর্থ বলেই লোকসভা নির্বাচনে এমনই বিপর্যয় হয়েছে বঙ্গ বিজেপির। সঙ্গে রয়েছে সমস্ত ক্ষেত্রের সাংগঠনিক দুর্বলতা। এই সব কারণেই লোকসভা ভোটে লক্ষ্যপূরণে বঙ্গের মাটিতে ডাহা 'ফেল' বিজেপি। ভোটে পদ্মের বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে প্রথম পর্যালোচনা বৈঠকে এমনটাই মত বিভিন্ন জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির সাংগঠনিক নেতারা, এমনটাই জানা যাচ্ছে বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে। এদিনের বৈঠকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার টানা কয়েক ঘণ্টা বৈঠকে হাজির থাকলেও উত্তরবঙ্গের ট্রেন দুর্ঘটনার কারণে বৈঠক থেকে বেরিয়ে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা দেন। তবে এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বুথ স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। হেরে যাওয়া কেন্দ্রগুলিতে পরাজিত প্রার্থীদের পাশাপাশি সাংগঠনিক নেতাদের নিবিড় জনসংযোগের পক্ষে জোর দেওয়া হয়। বঙ্গ বিজেপি সূত্রের খবর, ভরাডুবির অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে, রাজ্য থেকে জেলা, জেলা থেকে ব্লক, ব্লক থেকে বুথে নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। বলাবাহুল্য, এ রাজ্যে বিজেপির সংগঠন নড়বড়ে বলে বারবারই শোনা যায় পদ্ম শিবিরের অন্দরে। বিশেষ করে বুথ স্তরের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে বারবারই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে রাজ্য বিজেপিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়ে থাকে। আর সেই কারণেই লোকসভা নির্বাচনের আগে বুথ স্তরের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে একাধিকবার বুথ সশক্তিকরণ অভিযানে নামে বঙ্গ পদ্ম শিবির। বঙ্গ বিজেপি নেতাদের নানা মত থাকলেও ভরাডুবির কারণ হিসেবে সাংগঠনিক দুর্বলতাকেই প্রথম কারণ হিসেবে তুলে ধরেন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির সাংগঠনিক নেতৃত্ব। একইসঙ্গে সমন্বয়ের অভাবও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে সাংগঠনিক বৈঠকে উঠে এসেছে বলে বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৯ জুন ২০২৪ ৪ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার

সন্ত্রাসবিহীন অঞ্চল থেকে সরানো হোক কেন্দ্রীয় বাহিনী: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট মিটলেও ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে এখনও রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ফলে, ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর তার জেরে ক্ষতির মুখে পড়ুয়ারা। এই প্রেক্ষিতে স্কুল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী সরানো নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের বেঞ্চে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলার শুনানি ছিল মঙ্গলবার। এই মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্য হাইকোর্টে জানায়, রাজ্যের এখনও ৯৫ টি স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। তাদের অন্যত্র স্থানান্তর করা মুশকিল। এদিকে আবার রাজ্যের অনেক স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে যাওয়ায় সেখানে পঠনপাঠন নিয়ে সমস্যার

তৈরি হয়েছে। রাজ্যের সওয়াল শুনে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য বিকল্প জায়গার সন্ধান করতে হবে। এবার ধীরে ধীরে সরানো হোক কেন্দ্রীয় বাহিনী। কারণ শিক্ষা সবার আগে।'

এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী কুমারজ্যোতি তিওয়ারি আদালতে জানান, রাজ্যের ১২৫টি স্কুল এবং ১০৭টি কলেজে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। এই প্রসঙ্গেই পালটা মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, 'বাহিনীর জন্য যে ব্যারাক আছে, সেখানে স্থানান্তরিত করা হোক কেন্দ্রীয় বাহিনীকে।'

এখন প্রশ্ন উঠছে, ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যেই জায়গা গুলিতে রাখা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে প্রত্যন্ত এলাকাও। এখন প্রত্যন্ত এলাকায় কি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করা যেতে পারে? এই প্রসঙ্গে রাজ্য আদালতে জানায়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল ছাড়া বিকল্প জায়গার সন্ধান পাওয়া মুশকিল।

সব পক্ষের সওয়াল শুনে ধীরে ধীরে বাহিনী প্রত্যাহারের পক্ষেই মত দেন হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন। তিনি বলেন, 'যেখানে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগ নেই সেখান থেকে বাহিনী প্রত্যাহার করা যেতেই পারে। এভাবে দফায় দফায় বাহিনী প্রত্যাহার করা যায়।'

উপনির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে সংঘাতে বাম-কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের মধ্যে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে শুরু টক্কর। এই সংঘাত যে হবে তার আঁচমিলেছিল আগেই। এবার তা সত্যিই প্রমাণীত হল। বাগদায় বামেদের ঘাড়ের উপর দিয়ে প্রার্থী ঘোষণা করে দিল কংগ্রেস। চার বিধানসভা আসনের উপভোটের জন্য তিনটিতেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে বামেরা। মানিকতলা ও রানাঘাট দক্ষিণে সিপিএম। বাগদায় ফরওয়ার্ড ব্লক। কংগ্রেসের জন্য ছাড়া হয়েছিল শুধু রায়গঞ্জের আসন। বাম-কংগ্রেস জোট কতটা সফল হবে উপভোটে, সেই নিয়ে তখন থেকেই চর্চা শুরু হয়েছিল। এবার কংগ্রেসের তরফে উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করা হল। রায়গঞ্জ তো বটেই, সঙ্গে বাগদাতেও প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে কংগ্রেস। আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে রায়গঞ্জ থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়বেন মোহিত সেনগুপ্ত। বাগদা থেকে লড়বেন অশোক হালদার। এদিকে আবার বাগদায় বাম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকও প্রার্থী করেছে গৌর বিশ্বাসকে। উল্লেখ্য, বাম জমানায় এই বাগদা আসন ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম ঘাঁটি। ২০১১ সালের বিধানসভা ভোট পর্যন্তও এখানে প্রার্থী দিয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লক। কিন্তু পরবর্তীতে

বাংলায় বাম-কংগ্রেস হাত ধরাধরি করে চলা শুরু করতেই বাগদার শরিকী আসনে কোপ পড়ে। ২০১৬ সাল ও ২০২১ সাল দু'বারই বাগদার আসন কংগ্রেসের জন্য ছেড়ে দিতে হয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লককে। ২০১৬ সালের ভোটে কংগ্রেস বাগদা থেকে জিতলেও, ২০২১ সালে আবার পিছিয়ে তিন নম্বরে নেমে আসে।

এমন অবস্থায় এবার উপভোটে বাগদা আসন থেকে ফের বামফ্রন্টের থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী দিয়েছে বাগদায়। আবার কংগ্রেসও নিজেদের মতো করে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের অন্দরমহলে কানাঘুষো, বাগদা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী প্রত্যাহার না করলে, বাকি দু'টি আসন অর্থাৎ, মানিকতলা ও রানাঘাট দক্ষিণেও প্রয়োজনে প্রার্থী দেওয়ার পথে হাঁটতে পারে কংগ্রেস।

এর আগে লোকসভা নির্বাচনের সময়েও দেখা গিয়েছিল, আসন নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের সেভাবে কোনও সমস্যা না হলেও, বাম শরিক দলগুলির সঙ্গেই মূলত সমস্যা তৈরি হয়েছে। এবার উপভোটের সময়েই সেই বাম শরিক দলের সঙ্গেই আসন নিয়ে সমস্যা কংগ্রেসের। এক্ষেত্রে কী অবস্থান হতে পারে সিপিএমের তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। আলিমুদ্দিন সূত্রে খবর, সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাঙতে চাইছে না। আবার যে শরিক দলগুলি দীর্ঘদিন ধরে তাদের সঙ্গে রয়েছে, তাদেরকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে সিপিএম। এমন অবস্থায় মধ্যবর্তী কী অবস্থান নেওয়া যায়, সেটাই কথা বলে চূড়ান্ত করবে সিপিএম নেতৃত্ব।

বৃদ্ধা মায়ের উপর চড়াও ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবিলম্বে বাড়ি বিক্রি করতে হবে। এই মর্মে বৃদ্ধা মা ও দাদা বৌদির উপর অনবরত চাপ সৃষ্টি। আর তা মেনে না নেওয়ার বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি বৃদ্ধা মায়ের উপর চড়াও হল পরিবারের ছোট ছেলে। ঘটনায় বিধাননগর উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সূত্রে খবর, সল্টলেকের সি এফ ব্লকের বাসিন্দা বৃদ্ধা মিনতি মুখোপাধ্যায়ের বড় ছেলের নাম দেবাশিস ও বৌমা মিলকে নিয়ে তিন তলা বাড়িতে থাকেন। মিনতির দুই ছেলে এবং এক মেয়ে। ছোট ছেলে শুভাশিস কর্মসূত্রে দুবাইতে ছিল। পরে তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। এরপর নিউটাউনে থাকতে শুরু করেন।

মিনতি দেবী ও তাঁর পরিবারের অভিযোগ, ছোট ছেলে শুভাশিস বাড়ি এসে মায়ের ওপর মানসিক চাপ তৈরি করতেন। গত শনিবারের রাত এগারোটা নাগাদ হঠাৎ শুভাশিস বাড়িতে চড়াও হন। বাড়ির গেট বন্ধ থাকায় হাতুড়ি দিয়ে গেট ভাঙেন। আওয়াজ পেয়ে বৃদ্ধা মা চিৎকার করতে শুরু করেন। শুভাশিসকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁর দাদা বৌদি। তড়িঘড়ি পুলিশকে গোটা ঘটনা জানান তাঁরা। পুলিশ আসছে শুনে তড়িঘড়ি ছোট ছেলে শুভাশিস বাড়ি থেকে বেরোনোর চেষ্টা করে। দাদা ও বৌদি তাঁকে বাধা দিতে গেলে বৌদিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। বৃদ্ধা মা মিনতি দেবী জানান, ছোট ছেলে বাড়ির মিটার বক্স ভেঙে ফেলে, যাতে তাঁরা অন্ধকারে থাকে। সঙ্গে বাড়ির জিনিসপত্রও ভাঙচুর চালায়। এরপর থানায় এফআইআর দায়ের করেন বৃদ্ধা।

উপনির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী কল্যাণ চৌবে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১০ই জুলাই উপ-নির্বাচন রয়েছে মানিকতলায়। সেখানে বিজেপির হয়ে নির্বাচনে লড়াই করবেন কল্যাণ চৌবে। একুশের বিধানসভা ভোটেও মানিকতলা থেকে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন তিনিই। তবে হেরে যেতে হয়েছিলেন সাধন পাণ্ডের কাছে। এবার তৃণমূলের প্রার্থী তথা সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডের সঙ্গে তাঁর লড়াই। এর আগে ২০১৯ সালে কল্যাণ চৌবে বিজেপির টিকিটেই লড়াই করেছিলেন কৃষ্ণনগর লোকসভায়। সেখানেও পরাজয় ঘটে তাঁর। তবে ২০২৪-র নির্বাচন নিয়ে আশাবাদী কল্যাণ চৌবে। তাঁর বক্তব্য, 'প্রতিটি লড়াইয়েই সাহস আর ইচ্ছাশক্তির বিষয় থাকে। আমার কাছে আনন্দ ও গৌরবের যে বিজেপি আমাকে মানিকতলা উপনির্বাচনে টিকিট দিয়েছে। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।'

বিজেপি প্রার্থীর কথায় দীর্ঘদিন ধরে মানিকতলা বিধায়কহীন। নানা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। তাই তিনি চেষ্টা করবেন মানুষের সমর্থন পেলে তাঁদের যোগ্য পরিষেবা ফিরিয়ে দিতে। সঙ্গে এও জানান, ২০২৪ সালের এই নির্বাচনে মানুষের বিশ্বাস যদি লাভ করতে পারেন, তাহলে না জেতার কোনও কারণ দেখছেন না। আশাবাদী কল্যাণ চৌবে।

এসএসকেএম সহ একাধিক শিক্ষাঙ্গন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় বোমাতঙ্ক। হুমকি দিয়ে এল ই-মেল। হুমকি দেওয়া হয়েছে এসএসকেএম-সহ রাজ্যের একাধিক শিক্ষাঙ্গনে বোমা রাখার। যার মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সহ বেসরকারি আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ইমেলে জানানো হয়েছে মঙ্গলবার সকালের মধ্যে হাসপাতালে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। পাশাপাশি সারা দেশের মোট ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রয়েছে ওই ইমেলে। ফলে চাঞ্চল্য ছড়ায় প্রশাসন মহলে। হুমকির মেল পেয়েই এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ দ্বারস্থ হয় কলকাতা পুলিশ। হাসপাতালে পৌঁছে যায় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। প্রবেশ করেন হাসপাতালের অ্যাকাডেমিক ভবনে। আদৌ কোনও বিস্ফোরক হাসপাতালে রাখা হয়েছে কি না তার খোঁজও চলে বেশ কিছুক্ষণ। একইসঙ্গে ভবানীপুর থানার পুলিশ কর্মীরাও উপস্থিত হন হাসপাতালে। হুমকির মেল নিয়ে একপ্রকার নাজেহাল হতে হয় কলকাতা পুলিসকে। যেখান থেকে হুমকি মেল এসেছে তার আইপি অ্যাডড্রেস-এর খোঁজে নেমেছে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। কেনই বা এই হুমকি চিঠি পাঠানো হল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দুর্ঘটনাকবলিত পানিহাটির দুই বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার সকালে শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস রাঙাপানি স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পিছন থেকে একটি মালগাড়ি এসে সজোরে ধাক্কা মারে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে। ধাক্কার জেরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের একটি কামরা উঠে যায় মালগাড়ির ওপর। আরেকটি কামরা দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। রেল দুর্ঘটনায় ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একাধিক যাত্রীর। আহত হয়েছেন অনেকেই। ঘোলা থানার পানিহাটি পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের তীর্থ ভারতী এলাকার বাসিন্দা পার্থসারথি মন্ডল গুরুতর জখম অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, ৫২ বছরের পার্থসারথি মন্ডল কর্মসূত্রে শিলিগুড়িতে থাকতেন। তিনি পোস্টাল বিভাগের 'রেল মেইল সার্ভিসে' কর্মরত।

পার্থসারথি মন্ডল

ছুটিতে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে তিনি পানিহাটির বাড়িতে আসছিলেন। ইতিমধ্যেই পরিবারের লোকজন আহত পার্থ সারথির খোঁজখবর নিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছেন। আহত পার্থ বাবুর স্ত্রী শম্পা মন্ডল বলেন, স্বামী-সহ অফিসের মোট তিনজন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। রেল দুর্ঘটনায় স্বামীর এক সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। শম্পা দেবীর কথায়, এমন রেল দুর্ঘটনা ঘটলে পরিবারকে তো আতঙ্কেই থাকতে হয়। তবে দুর্ঘটনা রুখতে রেল প্রশাসনকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রেল দুর্ঘটনায় পানিহাটি পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের নাটাগড়ের বাসিন্দা খোকন সেনও গুরুতর আহত অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি পার্থ সারথি মন্ডলের সহকর্মী। খোকন বাবুর স্ত্রী স্বপ্না সেন জানান, তাঁর স্বামীর মাথার পিছনে গুরুতর আঘাত লেগেছে। লিভারে রক্ত জমেছে। ওনার অস্ত্রপচার হয়েছে। স্বপ্না দেবীর দাবি, রেলের গাফিলতিতেই এই ঘটনা।

টিটাগড়ে লাইনে ফাটল-আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিয়ালদহ মেইন শাখার টিটাগড় ও খড়দহ স্টেশনের মাঝে ১০ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন ১ নম্বর লাইনে ফাটল দেখা দেয়। এদিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ এক নম্বর লাইন দিয়ে একটি লোকাল ট্রেন যাবার সময় ঝাঁকুনি অনুভব করেন চালক ও গার্ড। তাঁরা সেটা টিটাগড় স্টেশন মাস্টারের কাছে জানান। এরপরই এক নম্বর লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে ৪.৪০ মিনিটের ব্যারাকপুর লোকাল। ফাটল আতঙ্কের জেরের কারনে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট এক নম্বর লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। রেলের অধিকারিক-সহ বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ট্রেন চলাচলের ছাড়পত্র দেয়। ঘটনাস্থলে হাজির রেল কর্মীরা লাইন পরিক্ষা করে জানান, ওটা ফাটল নয়। গরমের জন্য লাইনে একটু আধটু এই ধরনের ফাঁক হতেই পারে। এতে ভয়ে কিছুই নেই।

ফয়জানের খুনে ভাবাচ্ছে না-পাওয়া ভিডিও ফুটেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'বছর হয়ে গেলেও খড়্গপুর আইআইটি'র ছাত্র ফয়জান আহমেদের মৃত্যু রহস্যের কিনারা হল না। খুনের তত্ত্ব সামনে এলেও, সিদ্ধান্তে আসার পথেও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে মৃতদেহের ভিডিয়োগ্রাফি এবং ছবি। অভিযোগ, দেহ উদ্ধারের পরে এবং ময়নাতদন্তের সময়ে যে ভিডিও তোলা হয়েছিল, তার একটি অংশের খোঁজ মিলছে না। এরই পাশাপাশি মৃত পড়ুয়ার ঘাড়ের ডানদিকের কানের পাশের ছবিও পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের। সেই কারণে পুরো বিষয়টি নিয়ে এখনও ধোঁয়াশাই রয়ে গিয়েছে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন পরে পড়ুয়া-মৃত্যুর মামলাটি এবার উঠতে চলেছে হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে।

প্রসঙ্গত, ফয়জানের দেহের মোট দু'বার ময়নাতদন্ত হয়েছে। প্রথমবারের রিপোর্টে আত্মহত্যার ইঙ্গিত ছিল। তার প্রমাণ হিসেবে সিটের হাতে বেশ কিছু হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাটও আসে। কিন্তু সেই যুক্তিতে একমত না হওয়ায় তাঁর পরিবারের তরফ থেকে খুনের অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা করা হয়। এরপর আদালতের নির্দেশে দ্বিতীয়বার ময়না তদন্ত হয়। এই প্রসঙ্গে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ অজয়কুমার গুপ্ত জানান, 'বাঁ দিকে

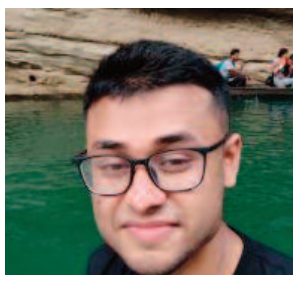

গুলির দাগ থাকলেও পিএম রিপোর্টে তাঁর কোনও রিফ্লেকশন ছিল না। ডান দিকের ঘাড়ের ছবি রাজ্যকে দিতে হবেই। ওরা বলছে, ভিডিওটা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। একদিকের ভিডিও থাকবে, আর অন্যদিকের থাকবে না, তা তো হতে পারে না। এই তদন্তে দু'টোই গুরুত্বপূর্ণ।'

এদিকে মৃত ছাত্রের পরিবারের তরফে প্রথম থেকেই দাবি করা হচ্ছে, পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে ফয়জানকে। এ বিষয়ে সিট-এর রিপোর্টে কলকাতা হাইকোর্ট সন্তুষ্ট হতে পারেনি। গত মাসে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দেন, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ অজয়কুমার গুপ্ত যা তথ্য এবং নথি চাইছেন, তা এক সপ্তাহের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া হোক। প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে সিটের অফিসারদের দেখা করারও পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। ১৩ জুন মামলার শুনানি থাকলেও, তা হয়নি। পরবর্তী ক্ষেত্রে মামলাটি সরে যায় বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে। রাজ্যের তরফে আদালতকে জানানো হয়, তদন্তে পলিগ্রাফ টেস্টের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট নিয়েও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। তাই সিএফএসএল-র ডিরেক্টরকে মাথায় রেখে একটা মেডিক্যাল টিম গড়ে দেওয়া হোক। ফয়জানের পরিবারের আইনজীবী রণজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা চাই এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হোক। ফরেন্সিক এক্সপার্ট তাঁর রিপোর্ট আইনজীবী মারফত হাইকোর্টকে জানিয়েছেন। তাতে আত্মহত্যার তত্ত্ব নেই। গুলি করে খুনের উল্লেখ থাকায় বিচারপতি উষ্মাও প্রকাশ করেছেন। চলতি সপ্তাহেই আদালতে এই মামলার যাতে দ্রুত শুনানি হয়, তার আবেদন করব।'

২০২২ সালের ১৪ অক্টোবর খড়্গপুর আইআইটি-র হস্টেলে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল ফয়জান আহমেদ নামে এক পড়ুয়ার। ফয়জানের পরিবারের সদস্যদের প্রশ্ন, 'যদি গুলি করেই খুন করা হয়ে থাকে, তা হলে কোথা থেকে কারা আগ্নেয়াস্ত্র এনেছিল ওই হস্টেলে?' অভিভাবকদের দাবি, 'ফয়জান র‍্যাগিং-এর শিকার। মাঝেমধ্যে ঘরের আলো বন্ধ করে দেওয়া হতো। ফেব্রুয়ারি মাসে র‍্যাগিং করা হলে তা নিয়ে সে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির কাছে অভিযোগও করে। মনে হয়, হস্টেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ইলেকশনে ভোট দিতে অস্বীকার করায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে ওকে।'

১৫ বছরের পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিল নিয়ে প্রশ্ন

অশোক সেনগুপ্ত

১৫ বছরের পুরনো গাড়ি বসিয়ে দেওয়ার হাইকোর্টের রায় রূপায়ণ করতে গিয়ে আগামী জুলাই মাসের গোড়ায় কলকাতা ও সংলগ্ন ৫ জেলায় (কেএমএ) বহু বেসরকারি বাস-মিনিবাস বসে যাবে। তাতে নিত্যযাত্রীদের বাড়তি ভোগান্তির সম্ভাবনা প্রবল। রুজির প্রশ্নে বাণিজ্যিক পরিবহণের মালিকদেরও কপালে ভাঁজ। এই অবস্থায় ১৫ বছর বয়স হলেই বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিলের ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করার আবেদন করল বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন।

কলকাতা, ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়া এই ছয় জেলা নিয়ে কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকা (কেএমএ)। ২০০৭-এ পুরনো বড় গাড়ির দূষণ প্রসঙ্গে প্রথম রায় দিয়েছিল পরিবেশ আদালত। তাতে ২০০৯-এর ১ আগস্ট থেকে ১৫ বছর বা তার চেয়ে পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ি কেএমএ-তে চালানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে যায় জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটস। হাইকোর্টে হেরে গিয়ে জয়েন্ট কাউন্সিল যায় সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট মামলা ফিরিয়ে দেয়

কলকাতা হাইকোর্টে। অর্থাৎ সেই রায় আজও বলবৎ রয়েছে।

পুরনো বাস কীভাবে কমছে, তা ব্যখ্যা করতে গিয়ে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই মুহূর্তে হাওড়া ও হুগলি জেলায় সবচেয়ে বেশি বাস বাতিল হবে। হুগলি জেলায় ১ থেকে ৩৭ নং রুটের বেশিরভাগই উঠে গেছে। বাংলার প্রাচীনতম ৩ নং রুটে এক সময় ১০০ বাস ছিল। আজ রয়েছে মাত্র ১ টা বাস। আগামী ১ জুলাই থেকে ১৫ বছরের বয়সের কারণে বাতিল হয়ে যাবে প্রচুর বাস।' তপনবাবুর মতে, 'উত্তর ২৪ পরগনার ৭৯, ৭৯ সি-র মত একাধিক রুট বন্ধ হয়ে আছে। একাধিক 'ডি এন' রুট উঠে গেছে। ৭৫, ৭৬, ৮৩, ৭৭, ৮৯, এস ডি ৪, এস ডি ৮, এস ডি ১৬ এই ধরনের বিভিন্ন রুটের বাস ৯০ শতাংশ কমে গিয়েছে। এবার কলকাতা ও আশপাশের অবস্থা সব থেকে ভয়ানক হবে। মিনিবাস ক'টা থাকবে সন্দেহ আছে। টোটো, অটোর দাপটে হুগলি, কোন্নগর, শ্রীরামপুরের মিনিবাস সব উঠে গিয়েছে।'

পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ এপ্রসঙ্গে বলেন, 'মূলত পরিবেশ দূষণ রুখতেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।' তিনি মতে, 'পরিবেশ ঠিকঠাক রাখতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকরী। পরিবেশ দূষণ বেড়ে গেলে সমস্যাও বাড়বে। সেকারণেই পুরনো বাস বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। না হলে দূষণ আরও বাড়তে পারে। কেন্দ্রের পরিবহণ দফতরের 'সেন্ট্রাল মোটর ভেহিক্যালস রুলস' অনুযায়ী সারা দেশে এই নিয়ম বলবৎ সুতরাং এটা বদলে দেওয়া যাবে না।'

তবে এ ব্যাপারে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সাধারণ সম্পাদক তপনবাবুর বক্তব্য, 'অবশ্যই আমরা দূষণ মুক্ত সমাজ চাই। কলকাতায় এই মুহূর্তে প্রতিদিন প্রায় ১৫ লাখ ছোট বড়ো গাড়ি চলে, তার মধ্যে বাণিজ্যিক গাড়ি মাত্র ২৫০০ থেকে ৩০০০। তাহলে কি কেবলই এই ক'টা বাণিজ্যিক গাড়ি দূষণ ছড়ায়? সরকারের দূষনের মাপকাঠি ঠিক রাখতে ৬ মাস অন্তর সরকার-স্বীকৃত পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে শংসাপত্র নিতে হয়। তা না থাকলে তার জন্য জরিমানার ব্যবস্থা আছে। এই অবস্থায় আমাদের অনুরোধ, ১৫ বছর হলেই বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিলের ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করা হোক।'

তপনবাবু আরও বলেন, 'একটি নতুন বাস রাস্তায় নামতে কত খরচ, কীভাবে তার ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ হবে, এটাও সরকারকে ভাবতে হবে। রাজ্যে শেষ বাস ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছিল ২০১৮ সালে, ডিজেলের দাম ১০০ ছুঁই ছুঁই, আনুসঙ্গিক নানা খরচ অত্যাধিক বেড়েছে। মনে রাখতে হবে বাস গণপরিবহন। কৃষির পর সব থেকে বেশী মানুষ এই শিল্পে কাজ করে।'

রাজ্য পরিবহণ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, 'এটা নতুন কিছু নয়। এ ব্যাপারে আইনি নির্দেশিকা মানা হচ্ছে। কেউ যদি আদালতে যান, আবার নতুন আইনি রায় এলে সেটাই মানা হবে।' পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ, 'পুরোনো গাড়ি চলাচল বন্ধ করে বিকল্প জ্বালানিতে ব্যাটারি বা প্রাকৃতিক গ্যাসে চালিত গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সমাধান পাওয়া সম্ভব।'

রেলের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর পর এবার রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর গলায় এক সুর। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার পর রেলের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ফিরহাদ হাকিমও। রেলকে অভিভাবকহীন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মঙ্গলবার রাত ৩টে ২০ নাগাদ শিয়ালদা ঢোকে অভিশপ্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। কথা মতো তার আগেই মাঝরাতে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে যান রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সেই সময়ই ফিরহাদ রেলের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, রেলের একটা আলাদা বাজেট হতো, রেলের আলাদা গুরুত্ব ছিল। রেল ভারতবর্ষের লাইফ লাইন। সারা

ভারতকে জুড়ে রেখেছে রেল। এখন রেল মনে হচ্ছে অভিভাবকহীন, ছন্নছাড়া।' রেলকে অভিভাবকহীন বলেও মন্তব্য করেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন, 'রেল প্যারেন্টলেস।' ফিরহাদ এও প্রশ্ন তোলেন, 'মোদি সরকারের ১০ বছর হয়ে গেল। ১০ বছর লাগে অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস লাগাতে?'

অন্যদিকে, পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে রয়েছেন। তিনি তদারকি করছেন। তাঁর নির্দেশেই আমি এবং ফিরহাদ হাকিম এসেছি। ছোট গাড়ি, মাঝারি গাড়ি, বাস সমস্তরকমই যানবাহন রাখছি এখানে। যাঁরা ট্রেনে আসছেন, তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিজে নিয়েছে। শুধু সরকারি গাড়ি নয়, বেসরকারি অপারেটর্সদের সঙ্গেও কথা বলা আছে। যা যা লাগবে আমরা করব।'

যদিও এই দুর্ঘটনাকে সামনে রেখে শাসকশিবির রাজনীতি করার চেষ্টা করছে বলে মনে করছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এখন রাজনীতি করার সময় নয়। সারা জীবন পড়ে আছে রাজনীতি করার জন্য।'

সম্পাদকীয়

বাঙালির অহঙ্কারের ঘরবাড়িগুলি কলকাতার ইতিহাস থেকে আস্তে আস্তে কি মুছে যাবে?

রোজ দেখছি ভাঙছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কলকাতা বা শহরতলির নানা জায়গায় একের পর এক পুরনো বাড়ি। তার সঙ্গে মুছে যাচ্ছে সে সব বাড়ির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বাড়ির ইতিকথা। মুছে যাচ্ছে, সেখানকার বাসিন্দাদের ইট-কাঠ-পাথরে বন্দি থাকা কর্মকাণ্ডের স্মৃতি, তাঁদের পারিবারিক আনন্দ, ব্যথা-বেদনা। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাঁদের আম-কাঁঠালের বাগানও। সে জায়গায় গড়ে উঠছে ঝাঁ-চকচকে আধুনিক সব বহুতল। এক পরিবারের জায়গায় এসে বাসা বাঁধছে একাধিক পরিবার। একাধিক ভাষাভাষী মানুষের সংমিশ্রণে তৈরি হচ্ছে সেখানে এক নতুন সংস্কৃতি। কলকাতা বলতে এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে উত্তর কলকাতার নানা ছবি। সেখানের বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘরবাড়ি; জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, শোভাবাজার রাজবাড়ি, মল্লিক বাড়ি, লাহা বাড়ি, ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়ি, মিনার্ভা থিয়েটার, স্টার থিয়েটার আরও কত কিছু। এ সব বাড়ি বাঙালির জীবনের নানা ঘটনার সাক্ষী, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রও। এগুলোও আর আগের অবস্থায় নেই। গত কয়েক দশকে ভেঙেচুরে এদেরও চেহারায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। যার ফলে মুছে গিয়েছে ঐতিহাসিক নানা ঐতিহ্য, নানা স্মৃতি। ভোগবাদী বাঙালি এই বাড়িগুলোকে ঠিক ভাবে যত্ন করে রাখতে পারেনি। সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করে রাখার চেষ্টা করেনি প্রশাসনও। এটা হল একটা দিক। অন্য দিকে, এক শ্রেণির মধ্যবিত্ত বাঙালি আছেন, যাঁরা অর্থের লোভে বা অভাবের তাড়নায় তাঁদের পূর্বপুরুষের বসতবাড়ি ও ভিটেজমি বিক্রি করে স্বল্প পরিসরের ফ্ল্যাটে থাকতে পছন্দ করছেন। এই সমস্ত নানা কারণে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই কলকাতার পুরনো বাড়িগুলোর অস্তিত্ব হয়তো বিলীন হয়ে যাবে। তার পরিবর্তে সেখানে দেখা যাবে বহুতলের আকাশচুম্বী মাথাগুলো। বাঙালির অহঙ্কারের ঘরবাড়িগুলি কলকাতার ইতিহাস থেকে আস্তে আস্তে মুছে যাবে তা হলে?

আনন্দকথা

বলে, কোথা রে ভাই কানাই।
আবার, কা বই কানাই বেরোয় না রে,
বলে কোথা রে ভাই,
আর নয়ন-জলে ভেসে যায়।
ঠাকুরের প্রেমমাখা গান শুনিয়া মাস্টারের চক্ষুতে জল আসিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে — প্রাণকৃষ্ণের বাটীতে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আজ শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের শ্যামপুকুর বাটীর দ্বিতলায় বৈঠকখানাঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। এইমাত্র ভক্তসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

রাহুল গান্ধি

১৯৫৪ *বিশিষ্ট .রাজনীতিবিদ যশোধরা রাজে সিন্ধিয়ার জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাহুল গান্ধির জন্মদিন।*

হেমন্ত-র হাত ধরে রফি বলেছিলেন, ‘দাদা আপনার মত গাইতে পারলাম না’

বিশ্বনাথ বিশ্বাস

মহাগায়ক ও সুরস্রষ্টা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হিন্দি সিনেমার প্রযোজকও ছিলেন। অনেক ছবি প্রযোজনা করেন। গীতাঞ্জলি পিকচার্স ব্যানারে। ১৯৬৬ সালে হেমন্ত ‘বিবি অউর মকান’ নামে একটি হাসির ছবি করে ছিলেন । যার পরিচালক ছিলেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। ছবির নায়ক ও নায়িকা ছিলেন বিশ্বজিত ও কল্পনা। সঙ্গে ছিলেন মেহমুদ, কেষ্ট মুখার্জি আরও অনেকে । ছবিটি ফ্লপ হয়। আসলে ‘বিবি অউর মকান’ ছিল ১৯৫৫ সালের বাংলা ছবি ‘জয় মা কালী বোর্ডিং’ সিনেমার হিন্দি রুপান্তর।

‘বিবি অউর মকান’ ছবিতে হেমন্ত-র সুরে অনেক গান ছিল। লিখেছিলেন গুলজার। কে না গান গেয়েছেন — লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, উষা মঙ্গেশকর, তালাত মাহমুদ, হেমন্ত কুমার, মুকেশ, মোঃ রফি, মান্না দে। তা সত্বেও ছবির মত অনেক গানও ফ্লপ হয়। এই ফ্লপের মধ্যেও দুটি গান বেশ জনপ্রিয় হয় - রফি-র কণ্ঠের ‘জানে কাঁহা দেখা হ্যায়’ আর হেমন্ত-র কণ্ঠে ‘সাওন মে বরখা সতায়ে’। দুটি গানই বিশ্বজিতের লিপে চিত্রায়িত হয়ে ছিল। ‘জানে কাঁহা দেখা হ্যায়’ গানটি রফি-র কথা ভেবেই হেমন্ত সুরারোপ করেছিলেন।

হেমন্ত তাঁর প্রযোজিত ও সুরারোপিত ‘বিবি অউর মকান’ (১৯৬৬) ছবিতে ‘জানে কাঁহা দেখা হ্যায়’ গানটি গাওয়ার জন্য রফি-কে অনুরোধ করে ছিলেন। রফি প্রথমে রাজি হলেন। এবার গান শেখার পালা। রিহার্সালে গানটি তোলানোর সময় হেমন্তকণ্ঠে শুনে রফি চমকে উঠলেন। রফি তো বলেই ফেললেন — ‘অত সুন্দর মিষ্টি গান, দাদা আপনি কেন গাইছেন না’। হেমন্ত উত্তরে বলেছিলেন — ‘এই গান তোমার কথা ভেবেই বানানো। তুমি ছাড়া এই গান কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারবে না’। এই শুনে রফি লাজুক হয়ে হেমন্তর হাত চেপে ধরে বলে ছিলেন — ‘দাদা এমন কথা বলবেন না’। গানটি গাওয়া নিয়ে রফির একটু দ্বিধা ছিল।

শেষে হেমন্ত অনেক বুঝিয়ে যত্ন করে রফিকে দিয়ে ‘জানে কাঁহা দেখা হ্যায়’ গানটি রেকর্ড করিয়ে ছিলেন। গাওয়ার পর হেমন্তকুমারের হাতে হাত রেখে বিনয়ের সঙ্গে রফি বলেছিলেন — ‘দাদা আপনার মত গাইতে পারলাম না’। এমনি ছিলেন হিন্দি সিনেমার প্লেব্যাক সম্রাট মোঃ রফি। রফি-র সম্বন্ধে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন — ‘সত্যিকারের খুব ভদ্রলোক ছিলেন মোঃ রফি। অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাব। নরম মনের মানুষ ছিলেন। কোনরকম ঝুট ঝামেলা পছন্দ করতেন না। নিজের কাজ গানে মগ্ন থাকতেন। সকলের সঙ্গে হাতজোড় করে হাসিমুখে কথা বলতেন’।

হেমন্ত কুমারের সুরে মোঃ রফি আরও অনেক উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় গান গেয়েছিলেন। এই জুটির প্রথম গান ১৯৫৪ সালে ‘সম্রাট’ ছবিতে ‘জান দেনা আশিকোঁ কা কাম’। গীতিকার রাজিন্দার কৃষাণ। এই গানে রফি-র সঙ্গে গেয়েছিলেন চিতলকর ও সমবেত কণ্ঠে। চিতলকর হলেন প্রখ্যাত সুরকার সি রামচন্দ্র। ওই বছর ‘জাগৃতি’ (১৯৫৪) ছবিতে গেয়েছিলেন দেশাত্মবোধক গান অভি ভট্টাচার্যের লিপে ‘হাম লায়ে হ্যায় তুফান সে’। গানটি লিখেছিলেন কবি প্রদীপ। এটাই ‘হেমন্ত ও রফি’ জুটির প্রথম জনপ্রিয় গান। তারপর ১৯৫৫ সালে ‘লগন’ ছবিতে গেয়েছিলেন ‘দেখি তেরি দুনিয়া দুনিয়াওয়ালে’। ওই বছর ‘বন্দিশ’ (১৯৫৫) ছবিতে ভগবান দাদার লিপে গেয়েছিলেন ‘লে লো জী হামারে গুব্বারে পিয়ারে পিয়ারে’। ১৯৫৬ সালে ‘তাজ’ (১৯৫৬) ছবিতে গেয়েছিলেন প্রদীপ কুমারের লিপে ‘অব মেরি বিনতি শুন ভগবান’। একই বছরে ‘অনজান’ (১৯৫৬) ছবিতে গেয়েছিলেন জনি ওয়াকরের লিপে ‘সবসে মেহেঙ্গি চিজ মোহব্বত’।

১৯৫৭ সালে পাঁচটি ছবিতে হেমন্ত-র সুরে রফি গেয়েছিলেন। ‘মিস মেরি’ (১৯৫৭) ছবিতে রফি-র চারটি গান ছিল। ছবির নায়ক জেমিনি গনেশানের লিপে রফি প্লেব্যাক করেছিলেন লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে দুটি গান ‘ও রাত কে মুসাফির’ ও ‘বৃন্দাবন কা কৃষ্ণ কানহাইয়া’ এবং একককণ্ঠে ‘ইয়ে মর্দ বড়ে দিল সর্দ’। আর একটি গান গেয়েছিলেন ওম প্রকাশের লিপে ‘পহেলে পয়সা ফির ভগবান’। ‘চম্পাকলি’ (১৯৫৭) ছবিতে গেয়েছিলেন ভরত ভূষণের লিপে ‘ও গোয়ালন কিউ মেরা মন’। আরও একটি গান ছিল লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠের ‘যারে যা ও মাখন চোর’ । লতা প্লেব্যাক করেছিলেন সুচিত্রা সেনের লিপে। ‘কিতনা বদল গয়া ইনসান’ (১৯৫৭) ছবিতে আশা ভোঁসলে, শামসাদ বেগম, বন্দে হাসানের সঙ্গে ‘হসিনো কা বুরা হো’ গানটি। ‘হিল স্টেশন’ (১৯৫৭) ছবিতে গীতা দত্তের সঙ্গে ‘গোরি গোরি পতলি কলাই রে’ গানটি গেয়েছিলেন। ‘পায়েল’ (১৯৫৭) ছবিতে আগা-র লিপে গেয়েছিলেন ‘ইয়ে দুনিয়া রেল নিরালি’ ও ‘ময়দান মেঁ হাম জো’।

১৯৫৮ সালে ‘পুলিশ’ ছবিতে ভগবানের লিপে রফি গেয়েছিলেন ‘দিল কো লাগেলা মোহব্বত কা চাসকা’। ১৯৫৯ সালে ‘হাম ভি ইনসান হ্যায়’ ছবিতে ‘প্যারী বোলে বুলবুল পড়োশন বোলে কাউয়া’। ১৯৬০ সালে ‘দুনিয়া ঝুকতি হ্যায়’ ছবিতে গেয়েছিলেন ‘আশা ভোঁসলের সঙ্গে ‘প্যার মেঁ জোকার বন গয়ে হাম’। বন্দে হাসান ও সমবেতকণ্ঠ ‘জো বিজলিয়ো কে শাখ পে’। এই ছবিতে সুনীল দত্তের লিপে গেয়েছিলেন ‘ফুঁলো সে দোস্তি হ্যায়’। ১৯৬২ সালে ‘মা বেটা’ ছবিতে ব্যাক গ্রাউন্ডে শোনা যায় রফি কণ্ঠে ‘ভগবান কি ইয়ে লীলা’ ও ‘বো কৌন সি মুশকিল হ্যায়’। ১৯৬৩ সালে ‘বিন বাদল বরসাত’ ছবিতে মেহমুদের লিপে গেয়েছিলেন ‘দিল মে তেরি ইয়াদ সনম’ (সঙ্গে আশা ভোঁসলে) ও ‘মরীজ এ ইশক হুঁ’। ১৯৬৫ সালে ‘দো দিল’ ছবিতে চারটি গান ছিল। একটি মেহমুদের লিপে ‘রাম রাম জপ না পরায়া মাল আপনা’। আর তিনটি গান গেয়েছিলেন বিশ্বজিতের লিপে ‘সারা মোরা কাজরা’ (আরতি মুখোপাধ্যায়), ‘কাঁটো মে ফাঁসা আঁচল’, ‘তেরা হুস্ন রহে মেরা’। ১৯৬৬ সালে ‘বিবি অউর মকান’ ছবিতে বিশ্বজিতের লিপে ‘জানে কাঁহা দেখা হ্যায়’। যার নেপথ্য কাহিনি আর বিষয় প্রথমেই আলোচনা করেছি।

হেমন্ত কুমারের সুরে মোঃ রফি শেষ প্লেব্যাকে গেয়েছিলেন — ১৯৭৯ সালে ‘লাভ ইন কানাডা’ ছবিতে জিতেন্দ্রের লিপে ‘মেরে ইয়ার তু ছোড় গম’। এই ছবিতে হেমন্ত ও রফি দুজনে একসাথে গেয়েছিলেন ‘এই বিশাল ধরতি পর’ দেশাত্মবোধক গান। আরও একটি দেশপ্রেম গান রফি গেয়েছিলেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও সমবেতকণ্ঠে ‘রঙ সে রুপ সে হ্যায় হাম’। গীতিকার ছিলেন যোগেশ। ‘লাভ ইন কানাডা’ (১৯৭৯) ভারতে মুক্তি পাইনি। এস রমানাথন পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন জিতেন্দ্র, মৌসুমী চ্যাটার্জি, বিনোদ মেহরা প্রমুখ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে ১৯৫৯ সালে ‘খেলাঘর’ নামক বাংলা ছবিতেও রফি-র হিন্দি গান শোনা যায় — অসিতবরণের লিপে ‘কহেতি হ্যায় মুঝকো দুনিয়া’ ও ‘পিয়ারি বলে বুলবুল’। ষাটের দশকে ‘লাভ এন্ড গড’ নামে একটি হয়ে ছিল। পরিচালক ছিলেন কে আসিফ। সুরারোপিত করে ছিলেন নওশাদ । কিন্তু ছবিটি ১৯৮৬ সালে মুক্তি পায়। এই ছবির ‘রহেনা জাঁহা মেঁ তেরা নাম’ গানে লতা, মান্না, তালাত মাহমুদ, মুকেশ, রফি, হেমন্ত একসাথে গলা মিলিয়ে ছিলেন।

ভারতীয় ডাক মন্ত্রক মোঃ রফি ও হেমন্ত কুমার স্মরণে ২০০৩ আর ২০১৬ সালে স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করে। ১৬ জুন ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। আর এই বছর মোঃ রফি-র জন্মশতবর্ষ । এই উপলক্ষে ‘হেমন্ত সরণিতে রফি’ স্মরণ করে দুই কিংবদন্তি-র প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

ভালো জায়গায় আমরা নেই

এই সময়টা ভালো নয়, তবুও ভালো থাকতে হয়। কিছুটা বশে, কিছুটা আপোষে। ভয়হীন বাঁচাটা হারিয়ে গেছে বোধহয়!
আলোচনায় **বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক বাবুল চট্টোপাধ্যায়**

আমার পুঁজি কম, আমি বুঝি কম। এখন এটাই চলছে। আর যা চলছে তা ভুল বলার মত সাহস আমার নেই। মানে যার পুঁজি বেশি সে জানে বেশি। আপনি বলবেন এ তো চিরকালের কথা। এতে আর নতুন কি। নতুন হল এটাই যে এই অবৈধ ধারণার কাছে আমরা জেনে বুঝে বেশি বেশি বিক্রি হয়ে গেছি। আগে এতটা ছিল না। আজ অবৈধ সমস্ত বিষয়ে মানুষ অবলীলায় সামিল হয়েছে। আমি - আপনি অন্যায় দেখছি দিন রাত তাও প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছি না। ভুল বললাম। আমাদের প্রতিবাদের কোনো ইচ্ছেই নেই। হবেই বা কি করে! ওই যে আগেই বললাম আমার পুঁজি কমের কথা। তার ওপরে আবার এটা ঘোর কলি! তাহলে? ক'জনের বুকের পাটা আছে বলুন তো যে মস্ত ঝাঞ্জাট জেনে বা সামলে প্রতিবাদ করতে যাবে?

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন যে ' ভালো ' বলে আর কিছুই রইলো না! আপনি যদি ভালো কিছু করতে যান তবে জানবেন আপনার জীবনে নেমে আসবে ঘোর অনিশ্চয়তা। আর তাও যদি আপনি 'ভালো'র তালে চলতে চান তবে ধরে নেওয়া হবে আপনি যুগের সঙ্গে চলতে শেখেন নি। মানে একদম মানানসই নন। আর অন্যদিকে আপনি যদি অন্যায়কে আপন করেন তবে আপনি টিকে যাবেন। তাহলে আপনি টিকটেই তো চাইবেন, তাই না? আর এই করতে করতে কখন যে গোটা সমাজ ওরফে রাষ্ট্রের ক্ষতি হতে গেলো আপনি তা জানতেও পারলেন না। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বহু যুগ আগে তা উপলব্ধি করেছিলেন। 'উলঙ্গ রাজা' কবিতায় তিনি একটি ছোট্ট শিশুর মুখ থেকে বলিয়ে ছিলেন — 'রাজা তোর কাপড় কোথায়?' পরিস্থিতিটা এমন ছিল যে সেই সভায় সবই ছিল স্তাবকের দল। তারা দেখতে পাচ্ছে যে রাজার পরনে কোনো কাপড় নেই। তবু রাজা বলে কথা। স্তাবকের উল্লাস রাজার নিশ্চয়ই কাপড় আছে। কেউ কেউ ভাবছেন এমন তা সূক্ষ্ম যে, তাকে ঠিকমত চোখে ঠাওর করা যাচ্ছে না। সেই সময় ছোট্ট শিশুটির আবির্ভাব। ভুল হলো। মানে, সত্যের আবির্ভাব। তাও ভুল হলো। মানে, জন্ম নিল এক নির্মম সত্যের আবির্ভাব। যা আজও প্রবাহিত।

কিন্তু জেগে ঘুমিয়ে থাকলে তার ঘুম ভাঙ্গানো খুব কঠিন। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। এখন শিক্ষার থেকে বৃত্তি বড়। অবশ্যই ভিক্ষা বৃত্তি। আমার দেশ ও তার বিভিন্ন রাজ্য তাতে নোবেল পেতে পারে। আপনি জানছেন আপনার ক্ষতি হচ্ছে তাও আপনি সেই ক্ষতিকেই মানে দুর্নীতিই সাপোর্ট করছেন। আপনার চোখ কান সব খোলা। এবং তাতে প্রাণও আছে প্রচুর। তবুও আপনি নির্বোধ। আপনাকে কিছুতেই কিছু বোঝানো যাচ্ছে না। কারণ আপনার আছে এক পাওয়ারফুল ব্যাড থিংকিং। সাময়িক বা আপেক্ষিক সুবিধাকে আমরা খুবই কদর করি। ভুলে যাই ভবিষ্যৎ, ভুলে যাই নিয়তি। আপনি-আমি সবাই জানি যে, যা হচ্ছে তা ভালো হচ্ছে না। তবুও তাকে সাপোর্ট করছি। না, না করেও কোনো উপাই নেই। আপনাকে স্রোতে মিশতে হবে। নইলে পিছিয়ে পড়তে হবে। আপনি যত তাড়াতাড়ি তা করতে পারবেন আপনার সাকসেস তত তাড়াতাড়ি হবে। আপনি ভালোভাবেই জানেন যে সাফল্যের কোনো শর্টকাট নেই। তবুও...! এই আমাদের বর্তমান ধারণা।

আপনি হয়তো ভাবছেন এ তো প্রচলিত কনসেপ্ট। এতে আর নতুন কি আছে? মানছি সে কথা। কিন্তু পাশাপাশি এটাও মানতে কারো অসুবিধা হবে না যে দিন দিন মন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তা এমনভাবে বাড়ছে যে তাতে সামগ্রিক ক্ষতি হচ্ছে। আর একটু একটু করে সেই ক্ষতি একটা সময় অনেকটা বৃহৎ পচনের আকার নিচ্ছে। আর আমরা কিছু স্তাবকের দল তা সহ্য করে রীতিমতো উল্লাস করছি। জানছি বুঝছি সবই, তবুও ওই সাময়িক সুখ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছে। আজকের দিনে ভালো হওয়া থেকে ভালো সাজার খুব কদর। সুতরাং সবাই ছুটছে ভালো সাজার দিকে। না, এখানে বয়স কোনও ফ্যাক্টর নয়। আজকের দিনে পণ্ডিতের কোনো জায়গা নেই।

আপনি বলবেন এটা ডাহা মিথ্যা কথা। পণ্ডিতের কদর চিরকাল আছে, থাকবে। সত্য থাকে, মিথ্যা হারায়। মানছি সে কথা। কিন্তু ভালো এখন খুব আপেক্ষিক বিষয়। কোথায় যাবেন আপনি! সর্বত্র স্বাস্থ্যহীন পরিবেশ। তাই-ই আজকে খুঁজতে হয় ভালো জায়গাটা কোথায়। এখন প্রশ্ন হলো তাহলে কি আছে উপায়? অবশ্যই উপায় আছে। আমাদের ভালোকে ভালো আর কালোকে কালো বলা শিখতে হবে। কোনো কিছুতেই আপোস করলে চলবে না। ভয় ত্যাগ করতে হবে। কোনও তোষামোদে পা রাখলে চলবে না। আমাদের নিজের উপরে আস্থা রাখতে হবে। শিক্ষাকে ভালো করে আত্তীকরণ করতে হবে। রবি ঠাকুর বলেছিলেন — শিক্ষাকে বহন না করে বাহন করে চলার কথা। জানবেন সাফল্য একভাবে বা একদিনে আসে না। এটা একটা দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের ফল। আর এমনভাবে নিজেকে তৈরি করা উচিত যাতে সাফল্য সেই ব্যাক্তির কাছে খুব সহজে চলে আসে। 'আমি পারি, আমিই পারি' — এই ভাবনায় কোনও অন্যায় নেই। স্বামী বিবেকানন্দ ততক্ষণ অবধি না থামার কথা বলেছেন যতক্ষণ না সাফল্য আসে। তাই মাথায় রাখবেন ভালো জায়গা আজও আছে, যদি আপনি তা খুঁজে নিতে পারেন। তার জন্যে একটা ভালো চোখ, ভালো মন, সুস্থ পরিবেশ আর প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন। কি মানবেন তো?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অভিষেকের প্রশংসার পর তৃণমূল নেতার পা ছুঁয়ে প্রণাম সৌমিত্রর নিছকই সৌজন্য নাকি অন্য ইঙ্গিত?

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোটে জয়লাভের পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা শোনা গিয়েছিল বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর গলায়। এবার প্রকাশ্য রাস্তায় এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখা গেল সৌমিত্র খাঁকে। সৌমিত্র খাঁর একের পর এক এই আচরণ কী নতুন কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে? সোমবারের পর থেকে বিষয়টিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন করে জল্পনা। সৌমিত্র নিজে বিষয়টিকে নিছক সৌজন্য বলে দাবি করলেও, তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য উস্কে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলের জল্পনাকেই।

সৌমিত্র খাঁ রাজ্য রাজনীতিতে এক বিতর্কিত চরিত্র। ২০১১ সালে কংগ্রেসের টিকিটে কোতুলপুর বিধানসভা থেকে জয়লাভ করে বিধায়ক হন। দু'বছর যেতে না যেতেই ২০১৩ সালে যোগ দেন তৃণমূলে। বিধায়ক হিসাবে মেয়াদ শেষের আগেই ২০১৪ সালে তৃণমূলের টিকিটে জিতে বিষ্ণুপুরের সাংসদ হন তিনি। সেবারও মেয়াদ শেষের আগেই দলবদল করেন তিনি। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে দলবদল করে বিজেপির প্রার্থী হন তিনি। ২০১৯ এ বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য বিষ্ণুপুরের সাংসদ হন সৌমিত্র খাঁ। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনেও নিজের প্রাক্তন স্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে তৃতীয় বারের জন্য বিষ্ণুপুরের সাংসদ নির্বাচিত হন তিনি।

নির্বাচনে জয়লাভের পরই তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের গালভরা প্রশংসা শোনা গিয়েছিল সৌমিত্র খাঁর গলায়। নিজের দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও মুখ খুলতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। একের পর এক সৌমিত্র খাঁর বিস্ফোরক সেই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে সৌমিত্র খাঁর ফের শিবির বদলের জল্পনা শুরু হয়। সেই জল্পনাকেই সোমবার অক্সিজেন জোগায় তৃণমূল নেতাকে প্রকাশ্যে সৌমিত্র খাঁর প্রণামের ঘটনা।

জানা গিয়েছে, সোমবার রতনপুরে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল সংক্রান্ত কাজে যান সৌমিত্র খাঁ। ফেরার সময় রাস্তায় তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্য নেতা বর্তমানে এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা হিসাবে পরিচিত ভবতারণ চক্রবর্তীকে দেখতে পেয়ে প্রকাশ্যে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন সৌমিত্র। করেন কুশল বিনিময়ও। আর এতেই সৌমিত্রর দলবদল নিয়ে তৈরি হওয়া জল্পনা নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছে। যদিও সৌমিত্র খাঁ নিজে এই ঘটনাকে নিছকই সৌজন্য বলে দাবি করেছেন। তৃণমূল নেতা ভবতারণ চক্রবর্তীও বিষয়টিকে সৌজন্য বলে দাবি করলেও, সৌমিত্রর দলবদলের জল্পনাকে ওড়াতে পারেননি। জল্পনা ওড়ায়নি তৃণমূল নেতৃত্বও।

পানীয় জল ও রাস্তার দাবিতে তিন ঘণ্টা অবরোধ, যানজট

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মাধাইগঞ্জ মোড়ের সামনে পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করল রাঙামাটি গ্রামের বাসিন্দারা। পথ অবরোধের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাঙামাটি থেকে মাধাইগঞ্জ ও লাউদোহা যাওয়ার প্রধান রাস্তা। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সকাল থেকেই অবরোধ হয়ে পড়ায় যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি শতদীপ ঘটক, তাঁকে ঘিরে ও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবশেষে তিন ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভ ওঠে। রাঙামাটি গ্রামের বাসিন্দা শেখ ইসমাইলের দাবি, দীর্ঘ দিন ধরে তাঁদের গ্রামে সাংঘাতিক ভাবে জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্বে এমন অবস্থায় ছিল না যেদিন থেকে নতুন ঠিকাদার পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু করেছেন, ঠিক তখন থেকেই হয়েছে এই সমস্যা। না হয়েছে সঠিক ভাবে পাইপলাইন বসানোর কাজ সম্পূর্ণ, না এসেছে পানীয় জল। ফলে সাংঘাতিক ভাবে পানীয় জলের সমস্যায় তাঁরা ভুগছেন বলে অভিযোগ করেন। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছেও জানানো হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাই এদিন বাধ্য হয়েই তাঁরা রাস্তা অবরোধে নেমেছেন বলে জানান।

কোনও দিন ট্রেনে চড়বে না, বাড়ি ফিরেই জানাল খুদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: 'আর কোনও দিন ট্রেনে চড়ব না, ট্রেন দেখলেই আমার ভয় লাগে।' মায়ের কোলে বসে মঙ্গলবার সকালে সংবাদ মাধ্যমকে জানায় পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের ঘোষ পরিবারের খুদে সদস্য লাভলি ঘোষ। মঙ্গলবার বাড়ি ফিরেও তার চোখেমুখে ছিল সোমবারের দুর্ঘটনার সেই আতঙ্ক। নার্সারি স্কুলে পড়াশোনা করে লাভলি। ছুটিতে পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে সোমবার তাদের বাড়ি ফেরার কথা ছিল। সোমবার ঘটে যাওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেন দুর্ঘটনার কথা যেন সে আর ভুলতে পারছে না। সংবাদমাধ্যমকে সে বলে 'সিটে বসে জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, জানালার বাইরে দেখছিলাম। হঠাৎ সিট থেকে নীচে পড়ে যাই। আমি ভয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছিলাম। সবাই ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছিল। আমরাও ট্রেন থেকে নেমে নীচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর অনেক পরে ট্রেন চলতে শুরু করে। রাতে আমরা বাড়ি ফিরে আসি। তবে আমি আর কোনও দিন ট্রেনে চড়ব না।'

শুধু লাভলি নয়, বাড়ি ফিরে এসে এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনার কথা বলতে পারেননি, পূর্ব বর্ধমান জেলার ঘোষ পরিবারের সদস্যরা। রবিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আগরতলা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস চড়ে বর্ধমানের জামালপুরের ঘোষ পরিবারের ৮ সদস্য বাড়ি ফিরছিলেন। সোমবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছাড়ার পর যখন ঘোষ পরিবারের সদস্যরা সকালের টিফিন করার তোরজোড় শুরু করেন, সেই সময় হঠাৎ ট্রেনে ঝাঁকুনি অনুভব করেন। অনেকেই সিট থেকে নীচে পড়ে যায়। কয়েকজনের অল্পবিস্তর চোট লাগে। ওই ট্রেনেই ছিলেন বর্ধমানের জামালপুরের বসন্তপুর এলাকার ঘোষ পরিবারের সদস্যরা।

মঙ্গলবার তাঁরা বাড়ি ফেরার পর খবর পেয়ে গোটা পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা, পুলিশ আধিকারিকরা সহ ব্লক প্রশাসন। এদিন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর যখন তাঁরা জানতে পারেন ঘোষ পরিবারের সদস্যরা ওই ট্রেনেই ছিলেন। তারপর থেকেই পরিবারের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ রাখেন। সকলেই সুস্থ ভাবে বাড়ি ফিরে আসার খবর পাওয়ার পরেই সকলের সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

ঘোষ পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর বেশ কিছুটা সময় লেগেছে বুঝতে যে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। যে বগিটি আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তারপরের বগিতেই ছিলেন সকলে। তাই তাঁরা শুধু জোর ঝাঁকুনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দু'টি শিশু ছিল তারা ভয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়। ট্রেনে থাকা সমস্ত যাত্রী ভয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে। দুর্ঘটনার পর চারিদিকে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কী করবেন তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। পরে রেলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদেরকে আতঙ্কিত না হওয়ার কথা বলেন। দীর্ঘক্ষণ তাঁরা ট্রেনে আটকে ছিলেন। কয়েক ঘণ্টা অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পর ট্রেনটি ফের চলতে শুরু করে। তখন তাঁরা বুঝতে পারেন, সুরক্ষিত ভাবে বাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। তখন কিছুটা হলেও স্বস্তি মেলে।

বিজেপির প্রতিনিধি দলের কনভয় আটকে বিক্ষোভ, জেলা অফিসে তালা ঘরছাড়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: বিজেপির চার সদস্যের তথ্যানুসন্ধানী দল মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার ও জয়নগর লোকসভার ঘরছাড়া দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে কথা বললেন। এদিন ত্রিপুরার সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নেতৃত্বাধীন দলটি প্রথমে আমতলায় বিজেপির ডায়মন্ড হারবার জেলা অফিসে আসেন। বেশ কয়েকজন ঘরছাড়া কর্মীর সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। এরপর দলটি ডায়মন্ড হারবার লোকসভার আলতাবেড়িয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার পথে এবারের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের অফিসে আশ্রয় নেওয়া বেশ কয়েকজন ঘরছাড়া কর্মী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের কনভয় আটকে দেন। তাঁদের অভাব অভিযোগ শোনার দাবি জানান। ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদারের বিরুদ্ধে। দশ মিনিট কনভয় আটকে যায়। পরে কথা শোনার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

KABI KRITTIBAS B.ED COLLEGE
(B.ED & D. EL.ED COURSE)
Natapuli, Chakdaha, Nadia, W.B.

Application are invited for the post of
Foundation(one), social science(history), Bengali Fine arts, Physical education for D. El.ED Course.
Qualification: As per NCTE norms. Cadidates are requested to send their Application and C.V. With contact number and photo within 3 days to Email:
kabikrittibasbedcollege@gmail.com
Contact: 6294811400 / 6290262599

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

রিজিওনাল অফিস: দুর্গাপুর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামরা বাজার, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান দুর্গাপুর
পিন - ৭১৩২০৬, পঃবঃ ই-মেইল আইডি-: gaddurgro@centralbank.co.in

প্রেমিসেস আবশ্যক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর, সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রাধীনে বর্ধমান শাখা অফিসের জন্য নতুন প্রেমিসেস আবশ্যক। বাজার এলাকায় ভবনের একতলায় এবং উপযুক্ত পার্কিং স্পেস সহ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী ভবন মালিক, যাদের নবনির্মিত ভবন/ প্রেমিসেস রয়েছে, অবিলম্বে ব্যাঙ্কের কাজের জন্য দিতে প্রস্তুত তারা সম্পূর্ণ ভবনের বিস্তারিত, লিজ দলিল এর কপি, অনুমোদিত মানচিত্র, প্রস্তাবিত মূল্য হার ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ প্রস্তাব পেশ করতে পারেন। ব্যাঙ্কের নির্ধারিত ফর্মে সিলকরা খামে রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর দাখিল করতে হবে **২৫.০৬.২০২৪** তারিখের মধ্যে। সংশ্লিষ্ট ফর্ম এবং অন্যান্য শর্তাদি রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর এবং নিকটস্থ শাখা, বর্ধমান থেকে সংগ্রহ করা যাবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

শাখার বিস্তারিত

ক্রম নং	শাখার নাম	পিন নং	ব্লক	জেলা	এরিয়া
১	বর্ধমান	৭১৩১০১	১	বর্ধমান	১০০০-১৫০০ বর্গফুট

তারিখ : ১৫.০৬.২০২৪ — রিজিওনাল হেড, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
স্থান : দুর্গাপুর — রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

রিজিওনাল অফিস: দুর্গাপুর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামরা বাজার, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান দুর্গাপুর
পিন - ৭১৩২০৬, পঃবঃ ই-মেইল আইডি-: gaddurgro@centralbank.co.in

প্রেমিসেস আবশ্যক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর, সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রাধীনে বিজয় নগর শাখা অফিসের জন্য নতুন প্রেমিসেস আবশ্যক। বাজার এলাকায় ভবনের একতলায় এবং উপযুক্ত পার্কিং স্পেস সহ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী ভবন মালিক, যাদের নবনির্মিত ভবন/ প্রেমিসেস রয়েছে, অবিলম্বে অথবা ৩ মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কের কাজের জন্য দিতে প্রস্তুত তারা সম্পূর্ণ ভবনের বিস্তারিত, লিজ দলিল এর কপি, অনুমোদিত মানচিত্র, প্রস্তাবিত মূল্য হার ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ প্রস্তাব পেশ করতে পারেন। ব্যাঙ্কের নির্ধারিত ফর্মে সিলকরা খামে রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর দাখিল করতে হবে **২৫.০৬.২০২৪** তারিখের মধ্যে। সংশ্লিষ্ট ফর্ম এবং অন্যান্য শর্তাদি রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর এবং নিকটস্থ শাখা, বর্ধমান থেকে সংগ্রহ করা যাবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

শাখার বিস্তারিত

ক্রম নং	শাখার নাম	পিন নং	ব্লক	জেলা	এরিয়া
১	বিজয় নগর	৭১৩৩৬২	জামুড়িয়া	পশ্চিম বর্ধমান	৮০০-১০০০ বর্গফুট

তারিখ : ১৫.০৬.২০২৪ — রিজিওনাল হেড, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
স্থান : দুর্গাপুর — রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | **Union Bank of India** | A Government of India Undertaking
দাবি বিজ্ঞপ্তি সেকশন ১৩(২)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা,ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন : ৭১৩২১৬, ফোন: ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

RO: DGP: CRLD:53/2023-24 — তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪

প্রতি,
শ্রী প্রবীর কুমার ঘোষ, পিতা নিতাই পদ ঘোষ, গ্রাম- তালিবপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৪০২।

বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৩) ধারা অধীনে নোটিশ।

প্রিয় মহাশয়,
আমরা আপনাকে অবগত করছি যে, লোন অ্যাকাউন্ট **আঁখোনা শাখা, নন-পারফরমিং অ্যাসেট হিসেবে** শ্রেণিভুক্ত হয়েছে **০৩.০৪.২০২৪ তারিখে** আপনার সমুদয় বকেয়া /সুদ পরিশোধ না করার কারণে। **৬,১৯,২৮১.৩২ টাকা** (ছয় লাখ উনিশ হাজার দুইশো একাশি টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র) বকেয়া এবং চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ ০২.০৫.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত।

অ্যাকাউন্টের ধরন	সীমা (টাকা)	আর/এল ও/এস (টাকা)	মোট বকেয়া (টাকা) ৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী
টিএলইউ১৫	৭,৩০,০০০	৪,৩০,০৬১.৪৪	৪,৪৩,১৬৩.০৬
টিএলইউ১৫	৫,০০,০০০	১,২০,৪৯৬.২৬	১,২৪,৭৮৬.২৬
ইউসিপিএলএস	১,২৫,০০০	৪৯,৪৪৯.০০	৫১,৩৩২.০০
মোট	১৩,৫৫,০০০	৬,০০,০০৬.৭০	৬,১৯,২৮১.৩২

আপনাকে বারবার তাগাদা দাবি নোটিশ প্রেরণ সত্ত্বেও আপনি বকেয়া পরিমাণ আদায় দেওয়ার দায়বদ্ধতা পালন করেননি। ফলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২)ধারা অধীনে মোট বকেয়া পরিমাণ **৬,১৯,২৮১.৩২ টাকা** (ছয় লাখ উনিশ হাজার দুইশো একাশি টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র) বকেয়া এবং চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ ০২.০৫.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত এবং মাস অন্তর লোন অ্যাকাউন্টের চুক্তি মোতাবেক যা ব্যাঙ্কের অনুকূলে সম্পাদিত মতে নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাঙ্ক সমুদয় বকেয়া আদায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে **শ্রী প্রবীর কুমার ঘোষ** পিতা- শ্রী [illegible]

ক) [illegible] হলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে আইন মোতাবেক আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আদালতে /ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনালে যাবতীয় বকেয়া আদায়ের জন্য।
খ) আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(১৩) ধারার সংস্থান অধীনে এই নোটিশ পাওয়ার পর আপনারা কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত কোনওরূপ লেনদেন না করতে। অনুগ্রহ করে আরও অবগত হোন যে সংশ্লিষ্ট সতর্কতা লঙঘন করলে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় আপনাদের কঠোর সাজার সম্মুখীন হতে হবে।
গ) অনুগ্রহ করে অবগত হোন সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করে উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারার সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | **Union Bank of India** | A Government of India Undertaking
দাবি বিজ্ঞপ্তি (সেকশন ১৩(২))

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি: ২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন- ৭১৩ ২১৬, টেলিফোন: ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

RO: DGP: CRLD:9/2024-25 — তারিখ: ০১.০৬.২০২৪

প্রতি,
১. **অমল ভাল্লা, গ্রাম** - সারুনিয়া, পোস্ট - সাতপালসা, ময়ূরেশ্বর, বীরভূম, সাঁইথিয়া, পিন- ৭৩১ ২৩৪।
২. **শ্রী সমীর মেহেনা,** পিতা-প্রয়াত কুমারিশ চন্দ্র মেহেনা, প্রণবপল্লী, ওয়ার্ড নং ০৬, রামপুরহাট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১ ২২৪

বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(৩) এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) এর অধীন নোটিশ

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,
আপনি এখানে ১ নম্বর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আমাদের **সিউড়ি শাখা এবং শালদহ মোড় শাখা** থেকে নিম্নলিখিত ক্রেডিট সুবিধাগুলি গ্রহণ করেছেন এবং বকেয়া/ইনস্টলমেন্ট/ সুদ/ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন/ অ্যাকাউন্টগুলিকে সন্তোষজনকভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাই, ইনকাম রিকগনিশন এন্ড প্রুডেন্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কিত আরবিআই নির্দেশিকা অনুসারে, ২৯.০৫.২০২৪ তারিখে আপনার অ্যাকাউন্টগুলিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। **১২,৪৫,৬০৭.১০** টাকা (বারো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শো সাত টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) **৩০.০৫.২০২৪** অনুযায়ী আপনার অ্যাকাউন্টে বকেয়া আছে।
ব্যাংকের বকেয়া পরিমাণের বিবরণ নিম্নরূপ-

শাখার নাম	লোনের ধরন	সীমা (টাকায়)	আর/এল বকেয়া (টাকায়)	৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়া (টাকায়)
সিউড়ি	হাউসিং লোন	৯,০০,০০০.০০	৬,২৩,৮১৪.৭২	৬,৬৯,২১৩.৩০
শালদহ মোড়	হাউসিং লোন	৮,০০,০০০.০০	৫,৫৯,৫৫৮.০০	৫,৭৬,৩৯৩.৮০
		১৭,০০,০০০.০০	১১,৮৩,৩৭২.৭২	১২,৪৫,৬০৭.১০

আমাদের বারবার দাবি করা সত্ত্বেও আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট/অ্যাকাউগুলির বকেয়া পরিমাণের জন্য কোনো অর্থ প্রদান করেননি/ আপনি আপনার দ্বায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হন নি ।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) শর্তে আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, মোট **১২,৪৫,৬০৭.১০** টাকা (বারো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শো সাত টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) **৩০.০৫.২০২৪** অনুযায়ী আপনার অ্যাকাউন্টে বকেয়া আছে আপনার প্রদত্ত লোন-এর নথিপত্রের শর্তাবলী অনুসারে এই নোটিস প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায়বদ্ধতাগুলি পুরোপুরি সরিয়ে দিন, যা ব্যর্থ হলে আমরা বর্ণিত আইনের অধীনে প্রদত্ত যে কোনও বা সমস্ত আইনের অধিকার কার্যকর করে ব্যাংকের পক্ষে আপনার দ্বারা তৈরী নিম্নলিখিত সিকিওরিটিগুলি প্রয়োগ করতে [illegible]

তারিখ : ০১.০৬.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | **Union Bank of India** | A Government of India Undertaking
দাবি বিজ্ঞপ্তি সেকশন ১৩(২)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা,ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন : ৭১৩২১৬, ফোন: ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

RO: DGP: CRLD:8:2024-25 — তারিখ : ০১.০৬.২০২৪

প্রতি,
১. **আল আহসান রশিদি,** হাউস নং ৯২, দোতলা, পিশপা ভবন, পুষ্প বিহার, মদনগিরি, দিল্লি, পিন: ১১০০৬২। আরও ঠিকানা : শান্তিনীড়, সেহরাপাড়া, সিউড়ি, কুলে, বীরভূম, পো : সিউড়ি, জেলা: বীরভূম, পিন : ৭৩১১০১। আরও ঠিকানা : জি-১১ তলা বসবাসের ভবনে ফ্ল্যাট 'অরিনা কমপ্লেক্স', ব্লক -বিএ, ফ্ল্যাট চিহ্নিত বি-২/৮, ৩য়তলে, পূর্ব দিকে, থানা : রাজারহাট, নিউটাউন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৫৬।
২. **সুস্মিতা দাস গুপ্ত,** সেহেরপাড়া, সিউড়ি, কুলে, বীরভূম, পো : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১১০১।

বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৩) ধারা অধীনে নোটিশ।

প্রিয় মহাশয়,
আমরা আপনাকে অবগত করছি যে, আপনার লোন অ্যাকাউন্ট **সিউড়ি শাখায় নন-পারফরমিং অ্যাসেট হিসেবে** শ্রেণিভুক্ত হয়েছে **২৯.০৫.২০২৪ তারিখে** বকেয়া/সুদ পরিশোধ না করার জন্য। **৩৬,২৭,১৯৭.০০ টাকা** (ছত্রিশ লাখ সাতাশ হাজার একশো সাতানব্বই টাকা) এবং চুক্তি মোতাবেক সুদ ৩০.০৫.২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া।

অ্যাকাউন্টের ধরন	সীমা (টাকা)	আর/এল ও/এস (টাকা)	মোট বকেয়া (টাকা) ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী
টিএলইউ১৫	৪১,৮৮,৪৭২.০০	৩২,২৫,৭৫৫.১২	৩৬,২৭,১৯৭.০০

আপনাকে বার বার তাগাদা দাবি জানানো সত্ত্বেও আপনি বকেয়া পরিশোধ করার দায়বদ্ধতা পালন করেননি। ফলে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে **৩৬,২৭,১৯৭.০০ টাকা** (ছত্রিশ লাখ সাতাশ হাজার একশো সাতানব্বই টাকা) এবং চুক্তি মোতাবেক সুদ ৩০.০৫.২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া এবং মাস অন্তর আপনাদের দ্বারা সম্পাদিত ঋণচুক্তি অনুযায়ী সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে সমুদয় বকেয়া আদায় দিতে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট জমিনদত্ত সম্পদের বিনিময়ে যা ব্যাঙ্কের অনুকূলে সম্পদিত মতে সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্থান অধীনে বিক্রি করে আদায়ে বাধ্য হবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট অবস্থিত ব্লক -বিএ অ্যাকশন এরিয়া ১বি [illegible]

তারিখ : ০১.০৬.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | **Union Bank of India** | A Government of India Undertaking
দাবি বিজ্ঞপ্তি সেকশন ১৩(২)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা,ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন : ৭১৩২১৬, ফোন: ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

RO: DGP: CRLD:51/2023-24 — তারিখ : ০১.০৬.২০২৪

প্রতি,
শ্রী বরুণা বারাড়ি মজুমদার, নং ২ গোবিন্দনগর, আলিয়াপুর, মদনপুর, চাকদহ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২৪৫।

বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৩) ধারা অধীনে নোটিশ।

প্রিয় মহাশয়,
আমরা আপনাকে অবগত করছি যে, লোন অ্যাকাউন্ট **কল্যাণী রথতলা শাখা, নন-পারফরমিং অ্যাসেট হিসেবে** শ্রেণিভুক্ত হয়েছে **২৭.০৪.২০২৪ তারিখে** আপনার সমুদয় বকেয়া /সুদ পরিশোধ না করার কারণে। **১৫,৮৫,৮৪৩.৪৩ টাকা** (পনেরো লাখ পঁচাশি হাজার আটশো তেতাল্লিশ টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) বকেয়া এবং চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ ০২.০৫.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত।

অ্যাকাউন্টের ধরন	সীমা (টাকা)	আর/এল ও/এস (টাকা)	মোট বকেয়া (টাকা) ৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী
এইচএল০০১	১৫,৫০,০০০.০০	১৫,৪৮,১৭৬.০০	১৫,৮৫,৮৪৩.৪৩

আপনাকে বারবার তাগাদা দাবি নোটিশ প্রেরণ সত্ত্বেও আপনি বকেয়া পরিমাণ আদায় দেওয়ার দায়বদ্ধতা পালন করেননি। ফলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২)ধারা অধীনে মোট বকেয়া পরিমাণ **১৫,৮৫,৮৪৩.৪৩ টাকা** (পনেরো লাখ পঁচাশি হাজার আটশো তেতাল্লিশ টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) বকেয়া এবং চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ ০২.০৫.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত এবং মাস অন্তর লোন অ্যাকাউন্টের চুক্তি মোতাবেক যা ব্যাঙ্কের অনুকূলে সম্পাদিত মতে নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাঙ্ক সমুদয় বকেয়া আদায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং জি-২ একতলায় অবস্থিত সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৩১ বর্গফুট কমবেশি টাইলসের মেঝে সমন্বিত অবস্থিত ওয়ার্ড নং ২০ কাঁচরাপাড়া, মৌজা : জেএল নং ৫৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২২৭,২২৮, এলআর খতিয়ান নং ১৯৯২, ১৯৬৯, ১৮৯৮, ১৮৯৭,কল্যাণী পুরসভার ওয়ার্ড নং ২০ অধীন, পুরসবা হোল্ডিং নং [illegible]

তারিখ : ০১.০৬.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

AXIS FINANCE
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই : ৪০০০২৫

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট ৪
(দ্রষ্টব্য রুল ৮(১))
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট)রুলসের রুল ৮(১) সহ পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী]

যেহেতু,
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের (এএফএল) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) **(১) বাথ সলুউশনস** ঠিকানা-৭০০ যশোর রোড, নগর বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, আইএলএস হাসপাতালের কাছে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৮, **(২) রাম কিশোর বিনানী (মৃত)** এবং **(৩) শীতল বিনানী,** উভয়েরই বাসস্থান- ৭০০ যশোর রোডে থাকেন, নগর বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, আইএলএস হাসপাতালের কাছে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ , ৭০০০২৮ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন আরো বিশেষভাবে এখানে নিম্নে বর্ণিত নোটিশে উল্লিখিত বিবরণ মতে আইএনআর ২৪,৭৬,৪৭৮/- টাকা (চব্বিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশত আটাত্তর টাকা মাত্র) বকেয়া ০৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে তদুপরি আরও সুদ চুক্তিমোতাবেক হারে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নোক্ত সম্পত্তির উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে **১২ জুন ২০২৪** তারিখে নিম্নসাক্ষরকারী স্বত্ব দখল করেছেন। ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনও রূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের নিকট বকেয়া **২৪,৭৬,৪৭৮/- টাকা (চব্বিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশত আটাত্তর টাকা মাত্র)** বকেয়া ০৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে তদুপরি আরও সুদ চুক্তিমোতাবেক হারে, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ সমুদয় আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (১৩) এবং উপ ধারা (৮) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির বিস্তারিত : সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আশির্বাদ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪সি ৪র্থ ফ্লোর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রেমিসেস নং. ৩৯, কবি নবীন সেন রোড, হোল্ডিং নং ১৬৭ (পুরাতন), ২৮১ (নতুন), ওয়ার্ড নং- ২৫, থানা- দম দম, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৮।

চতুর্দিক যেভাবে পরিবেষ্টিত:
পূর্ব - ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা
পশ্চিম - গ্রাউন্ড + ২ তলা বিল্ডিং
উত্তর - অন্যান্যদের সম্পত্তি
দক্ষিণ - ১০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা

তারিখ : ১২.০৬.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — অ্যাক্সিস ফিনান্স লিঃ

AXIS FINANCE
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই : ৪০০০২৫

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট ৪
(দ্রষ্টব্য রুল ৮(১))
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট)রুলসের রুল ৮(১) সহ পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী]

যেহেতু,
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের (এএফএল) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনে ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) **১) শ্রীমতি ছবি ঘোষ,** ই-১, কলম্বিয়া স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর, বর্ধমান, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩২১২ এবং ক্লিনি ল্যাব আয়েসবি মোড় দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩২০১; **২) শ্রীমতি ঋশিতা নন্দী,** ফ্ল্যান্ট নং ৩বি, ৪র্থ তল, নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৬১২, ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা : সন্তোষপুর, থানা : পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০৭৫, বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির আরও বিশেষভাবে নোটিশে উল্লিখিত বিবরণ মতে **২৭,০৫,৯৩১ টাকা (সাতাশ লাখ পাঁচ হাজার নয়শো একত্রিশ টাকা মাত্র)** বকেয়া ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ চুক্তিমোতাবেক হারে ৬০ দিনের মধ্যে সমুদয় পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে অনুযায়ী এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)কে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নোক্ত সম্পত্তির উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে **১২ জুন ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন। ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্ক করা হচ্ছে যে, কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনও রূপ লেনদেন এক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের নিকট বকেয়া ২৭,০৫,৯৩১ (সাতাশ লাখ পাঁচ হাজার নয়শো একত্রিশ টাকা) টাকা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ সমুদয় আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (১৩) এবং উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির বিস্তারিত : বসবাসের ফ্ল্যাট নং : ৩বি, ৪র্থতলে,উত্তর দিকে, নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৬১২, সার্ভে পার্ক, থানা : পূর্ব যাদবপুর, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৭৫,ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা : সন্তোষপুর, জেএল নং ২২, তৌজি নং ১৫১, সিএস দাগ নং এবং ০৬, সিএস খতিয়ান নং ১০, আরএস দাগ নং ৮০৪/২১০১, আরএস খতিয়ান নং ৯৯১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

চতুর্দিক যেভাবে পরিবেষ্টিত:
পূর্বে : প্রেমিসেস নং এ-৫৮, (৫মতল মালিকানাধীন ভবন), পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং এ-৫৬, (একতলা ভবন), উত্তরে : ৩০ ফুট চওড়া কে এম সি রোড, দক্ষিণে: দোতলা ভবন।

তারিখ : ১২.০৬.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — অ্যাক্সিস ফিনান্স লিঃ

চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু ট্রেন দুর্ঘটনায় জখম শিশুর, সমবেদনা জানাল প্রশাসন

যাত্রীদের সঙ্গে কামরায় দেখা করলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শিলিগুড়ির রাঙাপানি এলাকায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় জখম কন্যা শিশুর মঙ্গলবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল। ছয় বছরের ওই কন্যা শিশুর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনার পর চিকিৎসা চলছিল শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। ওই শিশুর মৃত্যুর খবর মালদার চাঁচলের গ্রামের বাড়িতে জানাজানি হতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই ঘটনার পর এদিন চাঁচল মহকুমা প্রশাসন এবং স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক রহিম বক্সী শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কন্যা শিশুর নাম স্নেহা মণ্ডল, তার বয়স ছয় বছর। চাঁচল - ২ ব্লকের ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিগঞ্জ গ্রামে ওই শিশুর বাড়ি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই গ্রামের বাসিন্দা পেশায় স্কুল শিক্ষক মহিলাল মণ্ডল, তার স্ত্রী তথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ছবি মণ্ডল। তাদের ছয় বছরের একমাত্র শিশুকন্যা স্নেহাকে নিয়ে কয়েকদিন আগেই দার্জিলিং ঘুরতে যান মণ্ডল দম্পতি। এরপর তারা সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু ফেরার সময় শিলিগুড়ির রাঙাপানি স্টেশনের কাছে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। সেই দুর্ঘটনায় অন্যান্যদের সঙ্গে মহিলাল, তার স্ত্রী ছবিদেবী এবং একমাত্র মেয়ে স্নেহা গুরুতর আহত হয়। ঘটনার পর তাদের তিনজনকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোরে ছয় বছরের শিশুকন্যা স্নেহার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন মালদার কালিয়াচকের এক কলেজ ছাত্রী। আহত ছাত্রীর নাম মধুমিতা সাহা (২০)। সে জলপাইগুড়িতে ফার্মেসি কলেজের প্রথম বর্ষের পাঠরতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে বুকে ব্যথা নিয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই ছাত্রী। আহত ছাত্রীর বাড়ি কালিয়াচক ৩ ব্লকের নতুনটোলা এলাকায়।

এদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় চাঁচলের মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি এবং চাঁচল ২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী সহ প্রশাসনের কর্তারা মৃত শিশু ও আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছেন। এদিকে সোমবার রাতের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর মালদা টাউন স্টেশনে ডাউন শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটি এসে পৌঁছলে যাত্রীরা চরম বিক্ষোভ দেখান। রেলের স্বাভাবিক পরিষেবা না পেয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন অনেক যাত্রীরা। এমনকী দুর্ঘটনার পর রেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বহু যাত্রীরা শিলিগুড়ি থেকেই বিভিন্ন যানবাহনে নিজেদের গন্তব্যস্থলে চলে যান। শিলিগুড়ি থেকে মালদায় টাউন স্টেশনে আসার পর বিকল্প কোনও ট্রেনের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়া ওই অভিশপ্ত ট্রেনে করে শিয়ালদায় অনেকেই যেতে চাননি।

এদিকেই এই পরিস্থিতির পর রাতেই ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস মালদা টাউন স্টেশনে আসার পর অধিকাংশ যাত্রীদের সঙ্গে কামরায় গিয়ে দেখা করে কথা বলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গেও যাত্রীদের সমস্ত সমস্যার বিষয় নিয়েও কথা বলেন পূর্ব রেলের মালদার ডিআরএম বিকাশ চৌবে। পরে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতেই মালদা টাউন স্টেশন থেকেই ডাউন কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেস শিয়ালদার জন্য রওনা দেয়।

৮ জন প্রতিনিধির পদত্যাগ

ডামাডোল অবস্থা খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ লোকসভায় তৃণমূল জয়লাভ করলেও একদিকে যেমন তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেমে নেই তেমনি এবার খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ডামাডোল অবস্থা। এক সঙ্গে আট জন প্রতিনিধির পদত্যাগ খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে। এই আট জন প্রতিনিধি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে পদত্যাগ করায় উন্নয়নের কাজ থমকে যাবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। জানা গেছে, পঞ্চায়েত সমিতির কোনও উন্নয়নমূলক কাজের মিটিংয়ে তাদের ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। তাই জন প্রতিনিধি নিসাবে তারা তাদের এলাকার মানুষের জন্য কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারছেন না বলে দাবি তাদের। জানা গেছে, খানাকুল পঞ্চায়েত সমিতিতে নতুন করে বোর্ড গঠন হয়েছে প্রায় এক বছর আগে। এই পঞ্চায়েত সমিতির কিছু জনপ্রতিনিধির ক্ষোভ এক বছর ধরে তাদের কোনও কাজেই অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকী এর আগেও বোর্ডেও তাদের কিছু জনকে ৫ বছর ধরে হাতের পুতুল করে রাখা হয়েছিল।

নতুন করে বোর্ড গঠনের পরও একই সমস্যার মধ্যে পরতে হয়েছে তাদের। অভিযোগ খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হক যড়যন্ত্র করে তাদের কোনও কাজ করতে দিচ্ছে না। তাই তারা নাকি স্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে পদত্যাগ করেন। তাদের দাবি, কোনও স্থায়ী কমিটির মিটিং বা বর্ধিত মিটিং কোনোটাই ডাকা হয়নি বোর্ড গঠনের পর। যে কোনও বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও তাদের জানানো হয় না। পাশাপাশি পদত্যাগ করা কর্মীদের দাবি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে না জানিয়েই মিটিং করে নেন নইমুল হক।

SOMANY

সোমানি সেরামিক্স লিমিটেড

CIN : L40200WB1968PLC224116

রেজিঃ অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন: + ৯১-০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩

ইমেল: sclinvestors@somanyceramics.com/ corporateaffairs@somanyceramics.com

ওয়েবসাইট: www.somanyceramics.com

বিজ্ঞপ্তি

(কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের মনোযোগের জন্য)

বিষয় : কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড ("আইইপিএফ") অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরণ।

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ সংশোধিত (দি রুলস) এর বিধি ৬ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) অনুসারে, কোম্পানিকে সেই সকল শেয়ার হস্তান্তর করতে হবে যার ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ দাবি করা হয়নি বা পরপর সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপরিশোধিত রয়েছে, ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডের (আইইপিএফ) নামে, এনএসডিএল/সিডিএসএল-এর সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।

উপরোক্ত বিধিমালার অধীনে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, কোম্পানিটি ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বা তার আগে কোম্পানির কাছ থেকে এই জাতীয় লভ্যাংশ দাবি করার জন্য ১৮ জুন, ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সাথে পৃথকভাবে যোগাযোগ করেছে।

কোম্পানি আপলোড করেছে এইরূপ শেয়ারহোল্ডারদের বিস্তারিত এবং আইইপিএফ হস্তান্তরের জন্য নির্দিষ্ট শেয়ার সম্পর্কে তাদের ওয়েবসাইটে www.somanyceramics.com। শেয়ারহোল্ডারদের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দাবিহীন লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ শেয়ারের বিবরণ যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যে-সব শেয়ারহোল্ডার ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষের থেকে তাঁদের লভ্যাংশ দাবি করেননি তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের লভ্যাংশ দ্রুততার সঙ্গে দাবি করতে। যদি শেয়ার হোল্ডাররা উপরোক্ত দাবি না-করা লভ্যাংশ ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে দাবি করতে ব্যর্থ হন, তবে কোম্পানি তাদের কাছে পড়ে থাকা ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তরের কাজ শুরু করবে যা শেয়ারহোল্ডারদের নামে রেজিস্টার্ড তা আইইপিএফ অথরিটির ক্রেডিটে তার নির্ধারিত তারিখে।

ডিম্যাট আকারে রাখা শেয়ারের জন্য :

- ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্টের (সিএমএল) অনুলিপি যা ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে নিবন্ধিত আপনার নাম, ঠিকানা, ডিম্যাট এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ দেখায় বা প্রথম ধারকের নাম বহনকারী আসল বাতিল চেক পাতা।

ফিজিক্যাল ফর্মে রাখা শেয়ারের জন্য:

- ফর্ম আইএসআর -১, আইএসআর -২, আইএসআর -৩ বা এসএইচ -১৩ যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত
- আসল বাতিল চেকের পাতায় প্রথম ধারক বা ব্যাংকের নাম বহনকারী ব্যাংক পাসবুক / অ্যাকাউন্টের প্রথম পৃষ্ঠার সত্যায়িত অনুলিপি এবং একটি বাতিল চেক।

শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, দাবি না-করা লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ অথরিটি-তে হস্তান্তরিত শেয়ার মায় সব সুবিধা যা অর্জিত হয়েছে ওইসব শেয়ারের উপর, যদি হয়, তা সময়ে সময়ে সংশোধিতমতো উপরোক্ত রুলস অধীনে নির্ধারিতমতো পদ্ধতি অনুসরণের পরে আইইপিএফ অথরিটির কাছে ফিরে দাবি করা যাবে।

শেয়ারহোল্ডাররা আরও লক্ষ্য করবেন যে, কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে যে বিবরণ আপলোড করেছে, তা মান্য করতে হবে এবং তা উপরোক্ত রুলস অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(সমূহ) ইস্যু এবং আইইপিএফ অথরিটিতে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যের জন্য ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের প্রতি নির্দেশাবলি ইস্যু সম্পর্কে যথেষ্ট নোটিস হিসেবে গণ্য করতে হবে।

যে-কোনও প্রশ্নের জন্য যোগাযোগ করুন কোম্পানি রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর সঙ্গে ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন: ০৩৩ ২২৪৩-৫০২৯ বা ই-মেল mdpldc@yahoo.com.

সোমানি সেরামিক্স লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(অম্বরীশ জুলকা)
সিনি. জিএম (লিগাল) ও কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ: ১৮ জুন, ২০২৪
স্থান: নয়ডা

ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)

CIN : U70109WB2008PTC 125328

লিকুইডেটরের ঠিকানা: অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা- ৭০০০২৫

যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : **ashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com**

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা ৭০০০০১, পঃবঃ

লিকুইডেটরের ঠিকানা: অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ

কোম্পানি, ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) ("কোম্পানি") বিক্রির বিষয়ে লিকুইডেটর কর্তৃক আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণকে ই-নিলামের মাধ্যমে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন আছে, এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** উল্লিখিত প্রস্তাবটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময়	১৯.০৭.২০২৪ বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ, সর্বশেষ নিলাম সময় প্রতিবারই ৫ মিনিট সম্প্রসারিত হবে শেষ ৫ মিনিটের ডাকের সঙ্গে নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত।
২.	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	**১৮,৭৬,০০৭/-** টাকা (আঠারো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাত টাকা মাত্র।)
৩.	ইএমডি	**১,৮৭,৬০১/-** টাকা (এক লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শো এক টাকা মাত্র) ইওআই দাখিলে কোনও অংশগ্রহণ ফি লাগবে না।
৪.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ	**অ-চলতি বিনিয়োগ, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার। আরও বিস্তারিত জানতে ইওআই পাওয়া ইমেল মারফত উপলব্ধ**
৫.	**ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ**	০৩.০৭.২০২৪
৬.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ পর্যবেক্ষণ শেষ করতে হবে ১৫.০৭.২০২৪ তারিখের মধ্যে।	
৭.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ - ১৭.০৭.২০২৪ বিকেল ৫ টার মধ্যে।	
৮.	যোগ্যতার এবং অন্যান্য বিস্তারিত - ইওআই এর নিয়ম এবং শর্তাদি মোতাবেক। ইওআই নথি পাওয়া যাবে cirp.tripurari@gmail.com ইমেল মারফত।	

সংশোধিত আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ২০১৯-এর তফসিল- আই-এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুসারে, 'নিলামের সমাপ্তিতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে নব্বই দিনের মধ্যে অবশিষ্ট বিক্রয় বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে; তবে শর্ত ত্রিশ দিনের পর পেমেন্ট করলে সুদ ১২ শতাংশ হবে; আরও শর্ত থাকে যে এই ধারার অধীনে প্রদত্ত উ সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান না হলে বিক্রয় বাতিল করা যেতে পারে।

আগ্রহী ডাকদাতাগণকে ইমেল মারফত অনুরোধক্রমে প্রাপ্তব্য সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে সম্যক অবগত এবং সম্মত হয়েই আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং - IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৯.০৬.২০২৪

ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল ভারতীয় জনতা পার্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল ভারতীয় জনতা পার্টি। মঙ্গলবার প্রায় আট দফা দাবিতে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন দেয় বিজেপির বালুরঘাট শহর মণ্ডল কমিটি। এদিন দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করা হয় বিজেপির তরফে। মিছিলটি গোটা শহর পরিক্রমা করে বালুঘাট পুরসভার সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানেই বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা এবং পরবর্তীতে তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল লিখিত আকারে ডেপুটেশন জমা দেন।

জানা গিয়েছে, বালুরঘাট পুরসভার মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি নোংরা ঘোলা জল সরবরাহ করা, পুরসভার সমস্ত বাড়িতে জলের কানেকশন এখনও পর্যন্ত প্রদান না করা, বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত প্রত্যেক এলাকায় নিয়মিত নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার না করা প্রভৃতি ঘটনার প্রতিবাদ সহ প্রায় সাত দফা দাবিতে এদিন ডেপুটেশন দেয় বিজেপি। এদিনের ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, বালুরঘাট শহর মণ্ডল সভাপতি সমীর প্রসাদ দত্ত সহ আরো অনেকে।

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার বলেন, 'সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট লোকসভা আসন থেকে জয়লাভ করেছে সুকান্ত মজুমদার। বালুরঘাট শহর থেকে ব্যাপকভাবে লিড পেয়েছিল বিজেপি। সেই ঘটনার প্রতিহিংসা স্বরূপ ভোটের ফলাফলের পর থেকেই বালুরঘাট শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করা হচ্ছে না। বাড়ি বাড়ি ঘোলা পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে, শহরের বিভিন্ন এলাকার পথ বাতি পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই রূপ একাধিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে আমরা ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল হয়েছি।'

যদিও পুরসভার তরফে এই রূপ অভিযোগের কথা অস্বীকার করা হয়েছে। এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, 'আত্রেয়ী নদীতে জলের স্তর বেড়ে গিয়েছে। ফলে জলে ক্লোরিনের মাত্রা কিছুটা বাড়াতে হয়েছে। পাশাপাশি ফিটকিরি দেওয়া হচ্ছে। জল পরিশুদ্ধ করার জন্য কেমিক্যালগুলি ব্যবহারের ফলে জলের রং কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভার তরফে যে জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তা আগের মতোই পরিশুদ্ধ রয়েছে। এতে কোনও ক্ষতি হবে না।'

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০ অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্র সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন এর সমক্ষে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০-এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ(এ) এর বিষয়ে
এবং
সুরাট কোক ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড যার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা- ৭/১এ/১, ডঃ ইউ.এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট,শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭।
.........আবেদনকারী

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'ঝাড়খন্ড রাজ্য'** -তে তাদের রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনে সমর্থ হওয়ার জন্য ২৯শে অগাস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের বদলে নিশ্চিতকরণ চেয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি দরখাস্ত করার মনস্থ করেছে।

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন **ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পেশ করে এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in)** বা ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক যার ঠিকানা- **'রিজিওনাল ডিরেক্টরের কার্যালয়, নিজাম প্যালেস, ২ - এমএসও বিল্ডিং, ২৩৪/৪, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ'** তে এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানিকে তাঁদের রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নে বর্ণিত ঠিকানায় - ৭/১এ/১, ডঃ ইউ.এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট,শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭।

আবেদনকারীর পক্ষে এবং জন্যে
শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মণ করমুদি
ডিরেক্টর
DIN : 07817913

তারিখ : ১৯.০৬.২০২৪
স্থান: কলকাতা

উদ্ধার প্রৌঢ়ের পচা গলা মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: সাত সকালে উদ্ধার হল প্রৌঢ়ের পচা গলা মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত দত্তপুকুর স্কুলপাড়া এলাকায়। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ একটি বাড়ির শৌচাগার থেকে উদ্ধার হয় ওই ব্যক্তির পচা গলা মৃতদেহ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই মৃত ব্যক্তি বিশু পরিত্যক্ত ওই বাড়িতে একাই থাকতেন। ঘটনা নজর আসতেই স্থানীয়রা দত্তপুকুর থানায় খবর দেয় এবং ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় দত্তপুকুর থানায় পুলিশ। কি কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্কুলে অসুস্থ হয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত ছাত্রীর নাম পাপিয়া দে (১১)। বাড়ি গুড়গুড়িপাল থানার মুড়াকাটা গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও সাইকেলে করে নয়াগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের যায় পাপিয়া। বিদ্যালয়ে প্রার্থনার পর ক্লাসে গেলে হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করে। এরপর ক্লাস রুমেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। সহপাঠীরা ছাত্র ছাত্রীরা পাপিয়ার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার বিষয়টি শিক্ষকদের জানায়। শিক্ষকরা গিয়ে দেখেন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে ছাত্রীটি। তড়িঘড়ি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পরিবার পরিজনদের খবর দেন।

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
নমন ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)
লিকুইডেটর: মিস. সারিকা জৈন
লিকুইডেটরের ঠিকানা: ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০১৯
ইমেইল: assetsale1@aaainsolvency.in / cirp.naman@gmail.com, jsarika2750@gmail.com মো:- ৮৮০০৮৬৫২৮৪ (মিঃ ওয়াসিম)

ই-অকশন
ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্সি কোড, ২০১৬ এর অধীনে সম্পদের বিক্রয়
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ১৯ জুলাই, ২০২৪ বিকাল ৩.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত
(প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ)
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০২৪ বিকাল ৩টা পর্যন্ত
সম্ভাব্য দরদাতার যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ১৯ জুন, ২০২৪ থেকে ৩ জুলাই, ২০২৪

নমন ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড-ইন লিকুইডেশন ('সিডি') মালিকানাধীন সম্পদের বিক্রয় ২৩ শে নভেম্বর ২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা গঠিত লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ মেসার্স ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স সার্ভিসেস লিমিটেড (এনইএসএল)-এর ওয়েবসাইট https://nbid.nesl.co.in/app/login মাধ্যমে করা হবে।

সম্পদের নাম	সম্পদের বিবরণ	ব্লক	রিজার্ভ মূল্য	ইএমডি (আইএনআর)
	সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক সম্পদ		(আইএনআর)	
১. অ-বর্তমান বিনিয়োগ	বালগোপাল ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন) এর ১,৮৮,০০০ শেয়ার রয়েছে	১	১০,০০,০০০	১,০০,০০০
	ভুদকুম মাইনস অ্যান্ড মিনারেল প্রাঃ লিঃ (স্ট্রাইক-অফ) এর ১০,০০০ শেয়ার রয়েছে			
	দীপরাজ বিনিময় (পি) লিঃ (ইন লিকুইডেশন)এর ৭,২৫,৬২০ শেয়ার রয়েছে			
	ইন্দ্রদেব গুডস প্রাইভেট লিমিটেড (ডিসসলভড বা লিকুইডেটেড) এর ১,৯৭,০০০ শেয়ার রয়েছে			
	জনপ্রগতি কমোডিটিজ প্রাঃ লিঃ (ইন লিকুইডেশন) ১৯,৪৩,৯৯০ শেয়ার রয়েছে			
	কোহিনূর পেপার অ্যান্ড নিউজপ্রিন্ট প্রাঃ লিঃ (ইন লিকুইডেশন) এর ২১,০২,৪০০ শেয়ার রয়েছে			
	কোহিনূর পাওয়ার প্রাঃ লিঃ (ইন লিকুইডেশন) এর ১৬,৬৯,৭০০ শেয়ার রয়েছে			
	কোহিনূর পাল্প অ্যান্ড পেপার প্রাঃ লিঃ (ইন লিকুইডেশন) এর ৩৪,৪২,২৮০ শেয়ার রয়েছে			
	কোহিনূর স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপির অধীনে) এর ১০,৮০,০০০ শেয়ার রয়েছে			
	মানিকরণ ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন) এর ২,১৬,০০০ শেয়ার রয়েছে			
	মানিমায়া হোল্ডিংস প্রাঃ লিঃ এর ১০,৭৫,৮১৪ শেয়ার রয়েছে			
	মহাতা বিল্ডার্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স (ইন্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ এর ৬৮,০০০ শেয়ার রয়েছে			
	সমর্পন বিনিয়োগ প্রাঃ লিঃ এর ২,২০,০০০ শেয়ার রয়েছে			
	শতাব্দী ইনভেস্টমেন্টস কনসালট্যান্টস প্রাঃ লিঃ এর ১,৫৩,০০০ শেয়ার রয়েছে			
	সুআশিস ক্যাপিটাল প্রাঃ লিঃ (ইন লিকুইডেশন) এর ১৭,৩৫,০০০ শেয়ার রয়েছে			
	ট্রান্সটেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের ৫০,০০০ শেয়ার রয়েছে			
	ইউ.ডি. কমার্শিয়াল প্রাঃ লিঃ এর ৫,০০০ শেয়ার রয়েছে			
২. ঋণ এবং অগ্রিম (দীর্ঘ মেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী)	কোহিনূর পেপার অ্যান্ড নিউজপ্রিন্ট প্রাঃ লিঃ (ইন লিকুইডেশন) যার পরিমাণ ১,০৪,৪০,৯১,৬৯০ টাকা			
	কোহিনূর স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি অধীন) যার পরিমাণ ৪৪,৬৯,৭২,৩১০ টাকা			
	জনপ্রগতি কমোডিটিজ প্রাঃ লিঃ (ইন লিকুইডেশন) পরিমান ২৩,৫০,০০০ টাকা			
	নর্মদা মিনারেলস অ্যান্ড মাইনস প্রাঃ লিঃ (স্ট্রাইক অফ) এর পরিমান ৪১,০০,০০০ টাকা			
	পার্ল ডিলারস প্রাঃ লিঃ এর পরিমাণ ৯৮,০০,০০০ টাকা			
	স্পস্ট মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ (সিআইআরপি অধীন) এর পরিমাণ ৮৫,১২,৫০,০০০ টাকা			
	সুআশিস ক্যাপিটাল মার্কেট প্রাঃ লিঃ (ইন লিকুইডেশন) এর পরিমান ২৫,৬৬,৫০,০০০ টাকা			
	উরভি ইনভেস্টমেন্ট প্রাঃ লিঃ এর পরিমাণ ১২,৪৪,০৩,৭৬৫ টাকা			
	ভার্গাস ট্রেডার্স প্রাঃ লিঃ এর পরিমাণ ৪২,০০,০০০ টাকা			
	[illegible]			
	ভিএম টাই আপ প্রাঃ লিঃ এর পরিমান ১৫,০০,০০০ টাকা			
	কোহিনূর পাল্প অ্যান্ড পেপার প্রাঃ লিঃ (ইন লিকুইডেশন) এর পরিমাণ ৯০,৬০,০০০ টাকা			
	দীপরাজ বিনিময় প্রাঃ লিঃ (ইন লিকুইডেশন) এর পরিমান টাকা ১,০০,০০০			
		১	১০,০০,০০০	১,০০,০০০

নিয়ম ও শর্তাবলী

১. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী অর্থাৎ এনইএসএল (ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স সার্ভিসেস লিমিটেড) এর মাধ্যমে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে তা আছে' এবং ' সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে' এবং 'রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে' ই-অকশন পরিচালিত হবে।
২. এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনো কারণ না দেখিয়ে এবং কোনো দায় ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা সংশোধন করার এবং/অথবা কোনো আগ্রহী পক্ষ / সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/বিডারকে গ্রহণ এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩. সমস্ত শর্তাবলী বাধ্যতামূলকভাবে এএএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি-এর ওয়েবসাইট থেকে এবং ই-অকশন প্রসেস ডকুমেন্ট থেকে, ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উল্লেখ করতে হবে।
৪. লিকুইডেটরের কাছে অকশন প্রক্রিয়ার জন্য উপরের সারণীতে তালিকাভুক্ত কোনো শেয়ারের শেয়ার সার্টিফিকেট নেই।
৫. উপরে উল্লিখিততে ঋণ এবং অগ্রিম সম্পর্কে কোন ডেটরের কাছ থেকে কোন নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি।
৬. উপরে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পাবলিক ডোমেনে উপলব্ধ রেকর্ড এবং সাসপেন্ড বোর্ড অফ ডিরেক্টরস থেকে প্রাপ্ত নথি অনুসারে।

স্বা/-
সারিকা জৈন
নমন ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড এর বিষয়ে লিকুইডেটর
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P-02666/2022-2023/14071
ঠিকানা- ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০১৯
যোগাযোগের ব্যক্তি- মিঃ ওয়াসিম (+৯১-৮৮০০৮৬৫২৮৪)
assetsale1@aainsolvency.in/cirp.naman@gmail.com

তারিখ: ১৯.০৬.২০২৪
স্থান: কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

বেলডাঙ্গা শাখা
স্টেশন রোড, পোস্ট - বেলডাঙ্গা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১৩৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) ও ৯ (১) এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) ও ৯ (১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে যা ০৯.০৭.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে, বকেয়া রাশি ২৩,৪৫,৯২৬.২১ টাকা (তেইশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো ছাব্বিশ টাকা এবং একুশ পয়সা মাত্রঃ (বিবি + এমওআই = ১৮,৭৪,৬৯৯.৯৯ টাকা+৪,৭১,২৩৪.২২ টাকা) ১৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী তুদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সিকিউরড ক্রেডিটর)** এর জন্য বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা- মহঃ শাহাজামাল সেখ,** পিতা- মহঃ বারাকতুল্লা সেখ, গ্রাম- মির্জাপুর বেলডাঙ্গা - ১, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৯০-এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ ও তারিখ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা : মহঃ শাহাজামাল সেখ** পিতা- মহঃ বারাকতুল্লা সেখ গ্রাম-মীর্জাপুর বেলডাঙ্গা-১, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৯০। **জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : মহঃ বরকতউল্লা সেখ,** গ্রাম - মীর্জাপুর বেলডাঙ্গা-১, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন -৭৪২১৯০। **জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা :** আবজানুল হক, পিতা মহঃ শাহাজামাল সেখ, গ্রাম - মীর্জাপুর বেলডাঙ্গা-১, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৯০ **জামিনদাতা : আবদুল আমিন শেখ,** পিতা- সিরাজুল শেখ, গ্রাম - মীর্জাপুর বেলডাঙ্গা-১, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৯০। **জামিনদাতা : ফিরদৌশি সুলতানা** স্বামী- মহঃ শাহাজামাল সেখ, গ্রাম - মীর্জাপুর বেলডাঙ্গা-১, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৯০। **খ) বেলডাঙ্গা শাখা:**	**সম্পত্তি ১:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ খতিয়ান নং এলআর ৩৬৩৯, দাগ নং এলআর ৮৯৪৮, এরিয়া জমির ৫ ডেসিমেল, জেএল নং ৬৪, মৌজা - মির্জাপুর, জমির শ্রেণি - ভিটা, মির্জাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম - মির্জাপুর, পো- মির্জাপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২১৯০, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৩৯১৪ তারিখ ১৬.০৬.২০০৭, **সম্পত্তিটি মহঃ বরকতউল্লা শেখ এর নামে।** **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - পঞ্চায়েত পিসিসি রোড, দক্ষিণে - রশিদ শেখের সম্পত্তি, পূর্বে - জাভেদ শেখের সম্পত্তি, পশ্চিমে - শাহাজাহান শেখের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ খতিয়ান নং এলআর ১৬৫৬৬, দাগ নং এলআর ১১০ ১১০৭০, ১১০৬৭, জমির এরিয়া ১৫.৭৫ ডেসিমেল, জেএল নং৬৪, মৌজা- মির্জাপুর, জমির শ্রেণি- ভিটা, মির্জাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম- মির্জাপুর, পো- মির্জাপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৯, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৯০৪৮ তারিখ ১৭.১১.২০১৭ এবং দলিল নং ১০৪ তারিখ-০৩.০১.২০১৯ **আবজানুল হক এর নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - মৌরতুজ শেখ এর সম্পত্তি, দক্ষিণে - আবজানুল হকের সম্পত্তি, পূর্বে - আবজানুল হকের সম্পত্তি, পশ্চিমে - এনএইচ৩৪ দ্বারা।	**২৩,৪৫,৯২৬.২১** টাকা (তেইশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো ছাব্বিশ টাকা এবং একুশ পয়সা মাত্র] (বিবি+এমওআই = ১৮, ৭৪,৬৯৯.৯৯ টাকা+ ৪,৭১, ২৩৪.২২ টাকা) **১৭.০৬.২০২৪** অনুযায়ী তুদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**সম্পত্তি ১:** **ক) ২০,০০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২,০০,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB301511361951** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি ২:** **ক) ২২,০০,০০০.০০ টাকা** (বাইশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২,২০,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB301511361952** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

সম্পত্তি আইডি IDIB301511361951 এর জন্য কিউআর কোড-

ব্যাংক ওয়েবসাইট | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি | সম্পত্তির ভিডিও

সম্পত্তি আইডি IDIB301511361952 এর জন্য কিউআর কোড-

ব্যাংক ওয়েবসাইট | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি | সম্পত্তির ভিডিও

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ এবং সময় : ০৯.০৭.২০২৪ দুপুর ০১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম, (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

[illegible]

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ১৮.০৬.২০২৪
স্থান: বেলডাঙ্গা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

‘মোদিজিকে টিকে থাকতে চালাতে হবে লড়াই’

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন: তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পরে এ বার নরেন্দ্র মোদি সরকারের ‘স্থায়িত্ব’ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাহুল গান্ধি। তাঁর দাবি, এ বারের লোকসভা নির্বাচন ভারতীয় রাজনীতিতে ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে।

ব্রিটেনের সংবাদপত্র ‘ফিনানশিয়াল টাইমস’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাহুল বলেন, ‘নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। মোদিজিকে তাই এ বার টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।’ ভবিষ্যতে এনডিএ-র অন্দরে টানাপড়েন মোদি সরকারকে বিপাকে ফেলতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন রাহুল। তিনি বলেন, ‘এ বার সংসদীয় পাটিগণিত এমনই ভঙ্গুর যে,

খোঁচা রাহুল গান্ধির

ভবিষ্যতে সামান্য মতবিরোধও সরকারের পতন ঘটাতে পারে।’

এই পরিস্থিতিতে গত ৮ জুন লোকসভা ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠকের পর মমতা বলেছিলেন, ‘ইন্ডিয়াই আগামী দিনে সরকার গড়বে। সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এখন আমরা শুধু পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে চলছি।’ এর পরে ১৫ জুন কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে বলেন, ‘ভুল করে এনডিএ সরকার গঠিত হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় ভোটদাতারা নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করার পক্ষে রায় দেননি। এটি একটি সংখ্যালঘু সরকার। এই সরকারের যে কোনও সময়ে পতন হতে পারে।’ সেই প্রশ্নটাই আবার উস্কে দিলেন রাহুল।

বিহারে উদ্বোধনের আগেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল সেতু

পাটনা, ১৮ জুন: বিহারে ফের সেতু বিপর্যয়। মঙ্গলবার আরারিয়া জেলার বাকরা নদীর উপরে নির্মীয়মাণ এক সেতুর একটি অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। জানা যাচ্ছে, ১২ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছিল ওই সেতু। কিন্তু উদ্বোধনের আগে নির্মীয়মাণ অবস্থাতেই তা ভেঙে পড়ল।

এলাকার বিধায়ক বিজয় কুমার সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় জানান, ‘ওই সেতুটি ভেঙে পড়ার পিছনে রয়েছে নির্মাণ সংস্থার মালিকের গাফিলতি। আমাদের দাবি, প্রশাসন পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখুক।’ এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, সেতুটির প্রধান অংশই ভেঙে পড়েছে। বাকরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সেতুর অংশ অবিকৃত রয়েছে বলেই দাবি।

ইতিমধ্যেই নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে দুর্ঘটনার ভিডিও। তাতে দেখা গিয়েছে কীভাবে সেতুটি ভেঙে পড়ার পর ধ্বংসাবশেষ দ্রুত বইতে থাকা বাকরা নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে। আর একটি ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, উপস্থিত জনতা কীভাবে ভেঙে পড়া অংশের কাছে বিপজ্জনক ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে উষ্ট্রাসন শেখালেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন: আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। তার ঠিক দশ দিন আগেই দেশবাসীকে বিশেষ বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিলেন উষ্ট্রাসনের ভিডিও। এআই ব্যবহার করে শেখালেন এই আসনটি। সকলকে বোঝালেন শরীর সুস্থ রাখতে এর ভূমিকা কতখানি।

মোদির কথায়, যোগাসন সমস্ত সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের সকল মানুষকে একত্রিত করেছে। বিশ্বজুড়ে

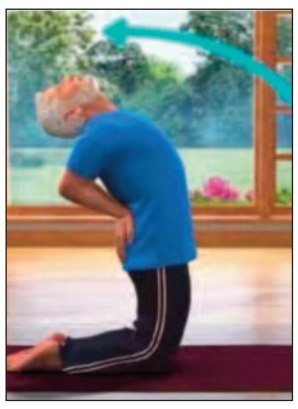

লক্ষ লক্ষ মানুষ সুস্থতার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। মঙ্গলবার সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে উষ্ট্রাসনের ভিডিও নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন নমো। যেখানে দেখা যাচ্ছে, এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে আসন শেখাচ্ছেন মোদি। এর উপকারিতা সম্পর্কে জানিয়ে লেখেন, উষ্ট্রাসন পিঠ এবং ঘাড়ের পেশী শক্ত করে। রক্ত সঞ্চালন ও দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

গত ১১ জুন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে বিশেষ বার্তা দিয়েছিলেন মোদি। যোগাসন যে সবাইকে একত্রিত করার এক উপায় উল্লেখ করে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে নমো লিখেছিলেন, ‘আজ থেকে ১০ দিন পরই গোটা বিশ্ব দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করবে। এই অনুশীলন একতা এবং সম্প্রীতির উদযাপন। আজ, যোগব্যায়াম সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করেছে। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়ে সুস্থতার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন।’

যুদ্ধ ও পণবন্দিদের নিয়ে মুক্তির দাবিতে রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাল ইজরায়েলিরা

জেরুজালেম, ১৮ জুন: ফের ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার ইজরায়েলি। গাজা যুদ্ধ ও পণবন্দিদের দ্রুত মুক্তির দাবিতেই তাঁদের এই বিক্ষোভ। এই পরিস্থিতির জন্য সকলেই দায়ী করছেন নেতানিয়াহুকে। আট মাস পেরিয়েও গাজায় হামাসের ডেরায় বন্দি রয়েছেন শতাধিক মানুষ। গত মাসে বেশ কয়েকজন পণবন্দির দেহ উদ্ধার করেছে ইজরায়েলি বাহিনী। ফলে যতদিন যাচ্ছে ক্ষোভ বাড়ছে ইজরায়েলের অন্দরে।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, সোমবার ইজরায়েলের সবচেয়ে বড় শহরে প্রতিবাদে নামেন হাজার হাজার মানুষ। সকলের মুখেই শোনা যায় নেতানিয়াহু-বিরোধী স্লোগান। তাঁদের মধ্যেই এক বিক্ষোভকারী বলেন, নেতানিয়াহু যা যা পদক্ষেপ নিয়েছেন তা ইজরায়েলকে ধ্বংসের মুখে ঢেলে দিয়েছে। ৭ অক্টোবর যা ঘটেছে তাঁর জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। আবার অনেকের হাতে ঢাকা পোস্টারে দেখা যায়, ‘ক্রাইম মিনিস্টার’ লেখা। অন্য আরেকজন আবার বলেন, আমরা এখনই পণবন্দিদের মুক্তি চাই। এখনই মানে এখনই। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না। বলে রাখা ভালো, এখনও হামাসের ডেরায় বন্দি রয়েছেন অন্তত ১১৬ জন।

উল্লেখ্য, সোমবারই ৬ সদস্যের যুদ্ধকালীন মন্ত্রক ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন নেতানিয়াহু। এমনটা যে হবে তার আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। কারণ কয়েকদিন আগেই এই মন্ত্রক থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন যুদ্ধকালীন মন্ত্রী বেনি গানৎজ। এই পদক্ষেপের জন্য দুষেছিলেন নেতানিয়াহুকেই। ফলে নিজের দেশেই চাপ বাড়ছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর। তীব্র হচ্ছে অন্তর্কলহ।

জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নতুন করে যুদ্ধকালীন মন্ত্রক তৈরি করার দাবি দিয়েছেন পুরনো মন্ত্রকের সদস্যরা। সূত্রে খবর, এখন নেতানিয়াহু মন্ত্রীদের নিয়ে একটি দল গঠন করার পরিকল্পনা করছেন। ওই দলের সদস্যদের সঙ্গে তিনি চলমান গাজা যুদ্ধ নিয়ে শলা-পরামর্শ করবেন। ওই দলে থাকতে পারেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এবং কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডার্মার। এঁরা দুজনেই যুদ্ধকালীন মন্ত্রকের সদস্য ছিলেন। বিশ্লেষকদের মতে, যেভাবে এই মন্ত্রকে কলহ বেড়ে গিয়েছিল, তা সামাল দিতে চাপে পড়েছিলেন নেতানিয়াহু। তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এবার নতুন ‘টিম’ গঠন করে গাজা যুদ্ধ নিয়ে রণকৌশল নেবেন নেতানিয়াহু।

বর্ষায় ফুঁসছে ব্রহ্মপুত্র, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

অসমে বন্যায় বিপর্যস্ত এক লক্ষেরও বেশি

গুয়াহাটি, ১৮ জুন: অসমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এক লক্ষেরও বেশি মানুষ। গত কয়েক দিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যে। এই পরিস্থিতিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। বর্ষায় ফুঁসছে ব্রহ্মপুত্রও। অসমের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, কেবল করিমগঞ্জ জেলাতেই ৯৬ হাজার মানুষ বন্যায় বিপর্যস্ত।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারী বৃষ্টির কারণে কেবল অসমেই নয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্রের উপনদী কোপিলি নদীর জলও নগাঁও জেলায় বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অসম এবং মেঘালয়ে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে।

বৃষ্টির কারণে ইতিমধ্যেই গুয়াহাটির অনিলনগর, চাঁদমারির মতো জায়গা জলমগ্ন। বন্যায় রাজ্যের ৩০৯টি গ্রামের বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অসমের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলা। রাজ্যের ১০০৫.৭ হেক্টর চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলায় অসমের বিজেপি সরকার ১১টি ত্রাণশিবির খুলেছে। ৩,১৬৮ জন মানুষ এই শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন।

ফের অশান্ত মণিপুরের কাংপোকপি

ইম্ফল, ১৮ জুন: আবার নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠল মণিপুরের কাংপোকপি। সোমবার রাতে সিআরপিএফের বাস জ্বালিয়ে দিয়েছে একদল বিক্ষুব্ধ মানুষ। যদিও এই ঘটনায় কারও প্রাণহানি হয়নি বা কেউ আহত হননি, কিন্তু এই ঘটনার নেপথ্যে কারা ছিলেন তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অজ্ঞাতপরিচয়দের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাতে রাজ্যের পাহাড়ি জেলা কাংপোকপিতে ঢুকেছিল সিআরপিএফ জওয়ানদের একটি বাস। সেই সময় বাসটিকে আটকান একদল লোক। এর পর জওয়ানদের বাস থেকে নেমে যেতে বলেন তাঁরা। সিআরপিএফ জওয়ানেরা বাস থেকে নামতেই সেটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় ওই দলটি। কাংপোকপি কুকি অধ্যুষিত জেলা। যে বাসে করে সিআরপিএফ জওয়ানেরা যাচ্ছিলেন, সেটির মালিক মেইতেই সম্প্রদায়ের। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, যে হেতু বাসটি মেইতেই সম্প্রদায়ের, তাই কুকি অধ্যুষিত এলাকাতে ঢুকতেই হামলা চালানো হয়। বেশ কয়েক জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, কাংপোকপি জেলার কমিশনারের অফিসে সিআরপিএফ জওয়ানদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওই বাসে। ভোটের আগে থেকেই ওই কমিশনারের অফিসে মোতায়েন রয়েছেন তাঁরা।

ইতালির উপকূলে জোড়া নৌকোডুবিতে মৃত্যু ১১ জনের, নিখোঁজ ৬৪

রোম, ১৮ জুন: বিদেশে গেলে মোটা টাকার হাতছানি। ভালোভাবে চলবে সংসার। তাই ভাগ্য ফেরাতে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁরা। সঙ্গে ছিল শিশুরাও। কিন্তু মাঝপথেই ঘটে বিপত্তি। ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন ইতালির উপকূলে জোড়া নৌকোডুবিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১১ জনের। এখনও নিখোঁজ ৬৪। মঙ্গলবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের তরফে। জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই অভিবাসী।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্য অনুসারে, অভিবাসীদের নিয়ে নৌকোগুলো লিবিয়ার উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। পাকিস্তান, সিরিয়া, মিশর ও বাংলাদেশের নাগরিকেরা ছিলেন সেখানে। সোমবার ইতালির লামপেদুসা দ্বীপের কাছে ডুবতে থাকা একটি নৌকো থেকে ১০ জনের দেহ উদ্ধার করে উদ্ধারকারী দল। ওই নৌকো থেকেই ৫১ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে ইতালির কোস্টগার্ডের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় হাসপাতালে। অন্যদিকে, দক্ষিণ ইতালির ক্যালাব্রিয়া উপকূলে থেকে প্রায় ১২৫ মাইল দূরে আরেকটি নৌকো ডুবে যায়। সেখানে শিশু-সহ এখনও নিখোঁজ ৬৪ জন। ফলে এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বলে রাখা ভালো, অভিবাসীদের নিয়ে যে সব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করে, তাদের মতে, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আশ্রয় খুঁজতে যাওয়া মানুষজনদের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের পাচারের ষড়যন্ত্র করে বিভিন্ন অসাধু চক্র। দ্রুত নতুন দেশে পৌঁছে দেওয়া আশা দেখিয়ে তাঁদের রাবারের ডিঙা, কাঠের নৌকো ও জেলে নৌকোয় তুলে দেওয়া হয়। ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি মানুষ বহন করতে গিয়ে এসব নৌকো ভূমধ্যসাগরের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে পারে না। ফলে দুর্ঘটনা ঘটে।

NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender are hereby invited by the Prodhan, Parulia GP, Msd. from bonafied outsider for 7 nos of works in the **NIeT 01/PGP/2024-25 and 02/PGP/2024-25 dt 15/06/2024.** Last date of bid submission **24/06/2024 up to 16:30 hrs.** for details visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Parulia GP, Msd.

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-54/2ND CALL/2023-24** for Construction of Storm Water Drainage at Purbanchal Para in Ward No-25 under Krishnanagar Municipality. **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-48/4TH CALL/2023-24** for Construction of Storm Water Drainage from Balokeswary Barowary More to Biswanath Chakraborty via Shashibhusan School in front of Chapatala Sporting Club in Ward No-13 under Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender Id: **2024_MAD_694298_1 & 2024_MAD_694254_1.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

QUOTATION NOTICE
N.I.Q. No.32/RSM/24-25 dt.18.06.2024
Sealed quotations are being invited for **“Exterior Renovation works at Rabindra Bhawan Auditorium under Rajpur-Sonarpur Municipality.”** All detailed information including Terms & Conditions will be available at the Harinavi office during office hours. Last date of application: **29.06.2024 upto 14.00 noon**.Last date of submission of Quotations: **04.07.2024 upto 12-00 Noon.** Last date of opening of Quotations : **04.07.2024 at 14-00 Noon.**
Sd/- Executive Officer
Rajpur Sonarpur Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর- ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
E-TENDER & OFFLINE TENDER NOTICE
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প রুপায়নের জন্য (5th SFC Fund &15th Finance হইতে) যে দরপত্রগুলি আহ্বান করছেন, তাহার NIT No. DBGP/5th SFC TIED/SOLAR LIGHT/E-NIT-01/2024-25, DBGP/15th FC UNTIED FUND/SOLAR LIGHT/NIT-02/2024-25, Date 18/06/2024।
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন। প্রধান/
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

Abriged Tender Notice
WBIW/EE/MED/Short NIT-02/2024-2025
On behalf of the Governor of West Bengal, a short tender is invited by the undersigned for a single number of work under Metropolitan Electrical Division, I & W Dte., Govt. of West Bengal. Last Date of Application: 21.06.2024 upto 15.00hrs. Last date & Time for Dropping is 24.06.2024 upto 15.00hrs. Other details will be available from the notice board of office of the undersigned on working days and also from website: **www.wbiwd.gov.in**
Sd/- EE / MED
I &W Dte., Govt. of W.B.

OFFICE OF THE
MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: mukundabaghgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: **07/MGP/15th FC/2023-24 Dated: 18-06-2024.** The last date for online submission of tender is **28-06-2024 (Friday) up to 16:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Jayanti Mahato
(Prodhan, Mukundabagh GP) (SL: 01)

Office of the Prodhan
RANIGANJ -I GRAM PANCHAYAT
Vill-Tantibari , P.O- Malipara P.S.-Gazole, Pin-732102, Dist -Malda.
NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e-T NO: 108/R-I GP/2024, Dated:- 14/06/2024
N.I.e-T NO: 109/R-I GP/2024, Dated:- 14/06/2024
Tender documents download and bid submission stat date & time **15/06/2024 at 10.30. AM,** Last date and time for bid Submission **26/06/2023 at 12.00 P.M** & Opening Date-**28/06/2024 at 12. 00 PM.**
For more information, please visit **www.wbetenders.gov.in**
Sd /- Prodhan
RANIGANJ -I Gram Panchayat

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for 6 Nos. development works under **15th FC Tied** Fund, vide **NIT NO - 01/CAGP/24-25, Date: 14/06/2024.** Bid submission start date : **15/06/2024 from 09:00 AM.** Bid submission end date : **25/06/2024 up to 06:00 PM.** Bid opening date : **28/06/2024 at 09:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board. **Sd./-**
Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Jagadishpurhat, Howrah
Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and re-sourceful bidders for different development works vide Tender Reference No.: **WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-03/2024-25, Date: 18.06.2024.** Fund: OWN FUND. Bid submission Start Date: **18.06.24 at 04:00 PM.** Last Date of Bid Submission: **25.06.2024 up to 04:00 PM**. Date of Opening: **28.06.2024 at 11:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-,
Prodhan,
Jagadishpur Gram Panchayat

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
HO: 23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315

Tender ID	Name of Work
AIC/PD/EE/NIeT-01/24-25	Comprehensive Annual Maintenance Contract of Desktops, Laptops, Printers, & UPSs at Head Office & 02 unit offices (Burdwan, Paschim Midnapore)
AIC/PD/EE/NIeT-02/24-25	Annual Rate Contract of IT Consumables & Peripherals for Head Office
AIC/PD/EE/NIeT-03/24-25	Supply of Assembled Desktops. Multi-Function Printers & UPSs at Head Office & Taratala unit office

Above E-tenders are invited by the Executive Engineer, Project Division for from Bonafide Concerned Agencies/Vendors/Firms/Service Provider having office at Kolkata.
Bid Documents will be available from **https://whtenders.gov.in/nicgep/app**
Last Date for Bid Submission 28/06/2024 at 15:00 hrs.

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the work : Renovation of Sewerage Line by Jack Pushing near Kalabagan within Ward-22 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-155/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_695034_1 • Est. Amt. : Rs. 30,90,825.00
2) Name of the work : Improvement of illumination with steel tubular pole, LED Street Light Fittings & Armoured Cable at Dr. B. C. Roy Avenue from DVC More to Gamon Bridge under Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-001/24-25
Tender ID : 2024_MAD_695272_1 • Est. Amt. : Rs. 61,89,306.00
3) Name of the work : Dismantle of Old Steel Tubular Pole & Improvement of illumination with New Steel Tubular Pole, LED Street Light Fittings, UG Armoured Cable & other accessories at near Mahila Thana Road & Disha Eye Hospital Road, Palashdiha, Ward No.-32 under Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-002/24-25
Tender ID : 2024_MAD_695486_1 • Est. Amt. : Rs. 41,24,688.00
4) Name of the work : Construction of Concrete Platform with C.G.I Shed at Durgapur Kishore Bahini Ispat Anchal Samity Puja Ground within Ward No.-10 under DMC area
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-467/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_695563_1 • Est. Amt. : Rs. 13,56,396.00
5) Name of the work : Maintenance of B.T. Road at Khudiram Sarani from Shiv Mandir to ABL Township More within Ward No.-24 & 26 under DMC area
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-029/24-25
Tender ID : 2024_MAD_695584_1 • Est. Amt. : Rs. 33,89,470.00
6) Name of the work : Repairing of B.T. Road at Biplabi Rashbihari Basu Sarani and connecting road within Ward No.-27 under DMC area
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-030/24-25
Tender ID : 2024_MAD_695604_1 • Est. Amt. : Rs. 25,97,975.00
Last Date : **03.07.2024 upto 5:00 p.m.**
7) Name of the work : Repairing of Mohuya Bagan Sishu Siksha Kendra within Ward No.-04 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-92/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_695228_1 • Est. Amt. : Rs. 5,28,000.00
8) Name of the work : Construction of Drain at Kaniska Market within Ward No.-09 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-195/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_695209_1 • Est. Amt. : Rs. 5,22,190.00
Last Date : **28.06.2024 upto 5:00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১৪.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.ঃ ১। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৮৩-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়র/শিয়ালদহ-এর শাখায় ত্রুটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্ট/ব্লক জয়েন্ট-এর বদলের সঙ্গে সম্পর্কিত ইনসিটু গ্লুড জয়েন্ট (৫২/৬০ কেজি)-এর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩৬,৬৫,৪৫৭.৬০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ৭৩,৩০০ টাকা। **ক্র.নং.ঃ ২। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৮৭-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় স্ট্যান্ডার্ড গ্যাঙ হাট-এর নবনির্মাণের সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭০,৫৬,০৫৮.৩৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৪১,১০০ টাকা। **ক্র.নং.ঃ ৩। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৮৮-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রে দমদম জংশন-ডানকুনি আপ লাইনে (কিমি. ৮.০০ থেকে ১০.০০ পর্যন্ত), দমদম জংশন-ডানকুনি ডাউন লাইনে (কিমি. ৮.০০ থেকে ১০.০০ পর্যন্ত) এবং দমদম জংশন-কাঁকুড়গাছি রোড জংশন ডাউন মেইন লাইনে (কিমি. ৪.০০ থেকে ৫.০০ পর্যন্ত) সেস মেরামতি/সাব ব্যাঙ্ক দ্বারা ব্যাঙ্কের পুনর্বাসন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,২৫,৪০,১২৩.৮০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,১২,৭০০ টাকা। **ক্র.নং.ঃ ৪। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৮৯-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়র (পি.ওয়ে)/ব্যারাকপুর-এর শাখায় টিটাগড় ওয়াগন লিমিটেড-এ বর্তমান ডেসপ্যাচ লাইনের সঙ্গে সংযোগকারী প্রস্তাবিত ২য় ডেসপ্যাচ লাইন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭,৫৩,৭০৫.৫৮ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১৫,১০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৭.২০২৪ দুপুর ৩টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য) এবং ০৩ (তিন) মাস (ক্র.নং. ৪-এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **০৮.০৭.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। (SDAH-85/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আফগানিস্তানের বিপক্ষে রেকর্ড গড়া জয়ে সুপার এইটের প্রস্তুতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ। সুপার এইটে এই ম্যাচের ফল কোনো কাজে আসবে না। 'সি' গ্রুপ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আফগানিস্তান দুই দল সুপার এইট আগেই নিশ্চিত করেছে। এমন এক ম্যাচেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে রেকর্ড গড়ে সুপার এইটের প্রস্তুতি সেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

সেন্ট লুসিয়ায় টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে নিকোলাস পুরানের ৯৮ রানের ইনিংসে ২১৮ রান তুলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যা এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বোচ্চ সংগ্রহও। রেকর্ড সংগ্রহ তাড়া করতে নেমে ১১৪ রানে গুটিয়ে গেছে আফগানিস্তান। হেরেছে ১০৪ রানে। সুপার এইটে খেলার আগে এই হার রশিদ খানের দলের জন্য যেন 'ওয়ার্নিং বেল।'

২১৯ রানের লক্ষ্যে আফগানিস্তানের ঝোড়ো শুরুই করতে হতো। আফগানিস্তানকে ঝোড়ো শুরু এনে দিতে পারতেন যিনি, সেই রহমানউল্লাহ গুরবাজ আজ ফিরেছেন প্রথম ওভারেই।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের নতুন বলের ভরসা স্পিনার আকিল হোসেনের বলে কোনো রান না করেই ফেরেন গুরবাজ। তাঁর উইকেটে হারিয়ে প্রথম ৬ ওভারে আফগানিস্তান তুলতে পারে মাত্র ৪৫ রান। এরপর অষ্টম ওভারে ইব্রাহিম জাদরান ৩৮ রানে আউট হলে একের পর উইকেট পড়তে থাকে আফগানদের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিংকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে ইনিংসের প্রথম ৫ ওভাররেই ৮৫ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পাওয়ারপ্লেতে রান ওঠে ৯২, যা বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ। শুরুতেই ব্রেন্ডন কিং ফিরলে কাজটা করেন ওপেনার জনসন চার্লস ও তিন নম্বরে উইকেটে আসা নিকোলাস পুরান। ইনিংসের চতুর্থ ওভারে আফগান অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের এক ওভারে ৩৬ রান তোলেন পুরান। যদিও ৬ বলে ৬ ছক্কা হয়নি, ৩৬ রানের ওভারে লেগ বাই, ওয়াইড ও নো বলের অবদান ছিল।

২৭ বলে ৪৩ রান করে ইনিংসের অষ্টম ওভারে আউট হন চার্লস। প্রথম ৫ ওভারে ওভারপ্রতি ১৭ রান করে তোলা ওয়েস্ট ইন্ডিজ পরের ১০ ওভারে রান তোলে মাত্র ৬৩। সেটা অবশ্য তারা আবার পুষিয়ে দেয় ইনিংসের শেষ ৫ ওভারে। ১৬ থেকে ২০; এই ৫ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করে ৭০ রান। এখানেও ঝড় তোলার দায়িত্বটা সেই পুরানই পালন করেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো পুরানের ইনিংসের ধরনটাও এমনই ছিল।

প্রথম ১৩ বলে ৩৬ রান করা পুরান, ইনিংসে পরের ২৭ বলে করেন মাত্র ১৯ রান। তবে নিজের ইনিংসের শেষ ১৩ বলে ঝড় বইয়ে করেছেন ৪৩ রান। ৮ ছক্কায় ৫৩ বলে ৯৮ রান করে ইনিংসের শেষ ওভারে রানআউট হয়েছেন পুরান। পুরানের ইনিংসটি এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। ৮ ছক্কার পথে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে পুরানের ছক্কা এখন ১২৮টি। এর আগে ১২৪ ছক্কা নিয়ে শীর্ষে ছিলেন ক্রিস গেইল। স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টিতে ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে ৫০০ (৫০২) ছক্কার ক্লাবে পৌঁছেছেন পুরান। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ১০৫৬টি ছক্কা আছে গেইলের।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভারে ২১৮/৫ (পুরান ৯৮, চার্লস ৪৩, পাওয়েল ২৬, হোপ ২৫; গুলবদিন ২-০-১৪-২, নাভিন ৪-০-৪১-১)

আফগানিস্তান ১৬.২ ওভারে ১১৪/১০ (ইব্রাহিম ৩৮, ওমরজাই ২৩; ম্যাকয় ৩-০-১৪-৩, আকিল ৪-১-২১-১, মোতি ৪-০-২৮-২)

ফল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১০৪ রানে জয়ী

ম্যাচসেরা নিকোলাস পুরান

সুপার ৮-এ পাঁচ দিনে তিন ম্যাচ, বিশ্বকাপের সূচি নিয়ে মুখ খুললেন অসন্তুষ্ট রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়োজনের ত্রুটি নিয়ে নানা দল সরব হয়েছে। ভারতও অনুশীলনের যথেষ্ট সুবিধা না থাকার কথা বলেছিল। এ বার ভারতীয় দলের ক্ষোভ সুপার ৮-এর সূচি নিয়ে। খোদ রোহিত শর্মা এই নিয়ে কথা শুনিয়েছেন।

সুপার ৮-এ পাঁচ দিনে তিনটি ম্যাচ খেলতে হবে ভারতকে। প্রথম ম্যাচ ২০ জুন। প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। এর পর রয়েছে বাংলাদেশ (২২ জুন), অস্ট্রেলিয়া (২৪ জুন) ম্যাচ। রোহিত বলেছেন, ''প্রথম ম্যাচ খেলার তিন-চার দিনের মধ্যে বাকি ম্যাচগুলো খেলতে হবে। সূচিটা একটু চাপের।'' তবে এর জন্য বিশাল কোনও সমস্যা হবে না বলেই মনে করছেন তিনি। কারণ তার পরেই বলেছেন, ''তবে আমরা এই ধরনের চাপের সঙ্গে অভ্যস্ত। খেলার মাঝে আমাদের প্রচুর ভ্রমণ করতে হয়। তাই এটা আমাদের জন্য কোনও

অজুহাত হতে পারে না।''

গ্রুপ পর্বে অপরাজিত ভারতীয় দল আত্মবিশ্বাসী। এর আগে বিরাট কোহলি, আরশদীপ সিংহদের ফুরফুরে মেজাজের ভিডিয়ো প্রকাশ করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এ বার রোহিতের বক্তব্যের ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। অধিনায়কের কথায় ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ় মানসিকতার ছবি ধরা পড়েছে। রোহিত বলেছেন, ''দলের সকলে বিশেষ কিছু একটা করতে আগ্রহী। সকলেই একটা পার্থক্য তৈরি করতে চাইছে। আমরা সে জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করছি। দক্ষতার জায়গাগুলো আরও মজবুত করার চেষ্টা করছি। সুপার এইটের প্রথম ম্যাচের আগের সময়টা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি আমরা।''

আফগানিস্তান ম্যাচের চার দিন আগে আমেরিকা থেকে বার্বাডোজে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় দল। সেখানকার পিচ এবং আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ কিছুটা হলেও পেয়েছেন রোহিতেরা। সুপার ৮ পর্বে দলের লক্ষ্য নিয়ে রোহিত বলেছেন, ''আমরা নিজেদের শক্তি এবং দক্ষতার জায়গাগুলোয় গুরুত্ব দিতে চাইছি। দল হিসাবে আমরা যা করতে চাই, তা নিশ্চিত করতে চাই। ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। দলের সকলে জানে, কার কী করা উচিত। কাকে কী করতে হবে। দলের সকলে সামনের দিকে তাকাতে চাইছি। আমরা সকলেই ভীষণ উত্তেজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এই পর্যায় পৌঁছে।''

আইএফএর নতুন চারজন সহ সচিব নির্বাচন হয়ে গেল। মঙ্গলবার আইএফএ অফিসে গভর্নিং বডির সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সহ সচিব পদে নির্বাচিত হলেন বিশ্বজিৎ ভাদুড়ী, রাকেশ ঝাঁ, সুদেষ্ণা মুখার্জী ও মহম্মদ জামাল। উল্লেখ্য রাকেশ ঝাঁ সহ সচিব পদে পূর্ন নির্বাচিত হলেন। বিশ্বজিৎ ভাদুড়ী সহ সভাপতি পদে ছিলেন। গভর্নিং বডির ৪৪ জন সদস্যের উপস্থিতিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই চার জনের নাম প্রস্তাব করেন বর্ষীয়ান সদস্য প্রদীপ কুমার বসু।

নাক ভেঙে যাওয়া এমবাপ্পেকে মাস্ক পরতে হবে, অস্ত্রোপচার লাগবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুসেলডর্ফে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্সের ১-০ গোলে জয়ের ম্যাচে নাক ভেঙেছে কিলিয়ান এমবাপ্পের। তবে ফ্রান্সের তারকা স্ট্রাইকারের নাকে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই বলে ইএসপিএনকে জানিয়েছেন দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফিলিপ দিয়ালো। মাস্ক পরে এমবাপ্পে মাঠে ফিরবেন বলে জানিয়েছে ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন।

ইউরোয় 'ডি' গ্রুপ থেকে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রান্স-অস্ট্রিয়া। ম্যাচের ৯০ মিনিটে হেড করতে গিয়ে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন দানসোর সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান এমবাপ্পে। তাঁর নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল। ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে মাঠে থেকে তুলে নেন ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম।

এমবাপ্পের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, তাঁর নাক ভেঙেছে। ডুসেলডর্ফের একটি হাসপাতালেও নেওয়া হয়েছিল এমবাপ্পেকে। স্থানীয় সময় রাত একটার দিকে হাসপাতাল ছেড়ে দলের সঙ্গে যোগ দেন তিনি। ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) সভাপতি জানিয়েছেন, নতুন পরীক্ষার পর দলের মেডিকেল স্টাফরা মনে করছেন, এমবাপ্পের নাকে 'অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই'।

লাইপজিগে শুক্রবার নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স। এ ম্যাচে এমবাপ্পের খেলা নিশ্চিত নয়। তবে খেললে মাস্ক পরে মাঠে নামবেন। গতকাল বাংলাদেশ সময় ভোরের দিকে এমবাপ্পে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ একটি পোস্টও করেছেন, 'মাস্কের ব্যাপারে কোনো পরামর্শ?'

ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) বিবৃতিতে বলা হয়, 'একটি মাস্ক বানানো হবে, চিকিৎসার পর যেটি পরে মাঠে ফিরবেন তিনি।'

ফ্রান্সের কোচ দেশমের কথায় বোঝা গেল, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে এমবাপ্পের খেলা নিয়ে তিনি খুব একটা আশাবাদী নন, 'তার নাকের অবস্থা খারাপ। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। মেডিকেল টিম এ নিয়ে কাজ করছে। কী হয় এবং (সুস্থ হয়ে উঠতে) কত দিন লাগে, সেটি জানতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এটি আমাদের জন্য খুব খারাপ খবর। অবশ্যই তাকে ছাড়া কিংবা তাকে নিয়ে ফ্রান্স দল একই রকম নয়। আশা করি, সে (নেদারল্যান্ডস ম্যাচে) থাকবে।'

নাকে আঘাত পাওয়ার পর রক্তে এমবাপ্পের জার্সি রঞ্জিত হয়ে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে খেলার চেষ্টা করলেও পরে মুখটা ধরে বসে পড়েন। সময় নষ্ট করছেন, এমনটা ভেবে অস্ট্রিয়ার সমর্থকেরা এ সময় তাঁকে দুয়োও দেন। রেফারিও হলুদ কার্ড দেখান এমবাপ্পেকে। তাঁকে তুলে নিয়ে অলিভিয়ের জিরুকে মাঠে নামান ফ্রান্স কোচ দেশম।

অস্ট্রিয়ার ডিফেন্ডার ম্যাক্সিমিলিয়ান ওবেরের আত্মঘাতী গোলে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দেশম শততম জয় তুলে নেওয়ার পর বলেছেন, 'খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে আমি খুশি। যদিও আমরা গোলের ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ নষ্ট করেছি। আক্রমণ বিচারে আমরা আরও নিখুঁত হতে পারতাম। তবে জয়ে শুরুটা ভালো হলো।'

জল্পনা শেষ, লাল-হলুদে সই করলেন সাদা-কালোর ডেভিড

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত মরসুমে মহমেডানকে একের পর এক ম্যাচ জিতিয়েছিলেন। ভারতীয় দলেও জায়গা করে নিয়েছিলেন ডেভিড লালানসাঙ্গা। এই মরসুমে তিনি সই করলেন ইমামি ইস্টবেঙ্গলে। এই বছরের শুরুতেই ডেভিডের লাল-হলুদে যাওয়ার জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবার সত্যি হল সেই জল্পনা।

কলকাতা ফুটবল লিগ এবং ডুরান্ড কাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন ডেভিড। মহমেডানের আই লিগ জয়ের নেপথ্যেও বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। ইস্টবেঙ্গলে সই করে ডেভিড বলেন, ইস্টবেঙ্গল খুব বড় ক্লাব। ভারত জুড়ে প্রচুর সমর্থক রয়েছেন। এমন সব দর্শকের সামনে খেলতে আমি ভালবাসি। ভারতীয় দলে আমি মহেশ, নন্দ এবং লালচুংনুঙ্গার সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। ওরা খুব সাহায্য করেছে আমাকে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আমি নিজের সেরাটা দিতে চাই।দ

লাল-হলুদ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত বলেন, অনেক দিন ধরেই ডেভিডকে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমরা। ডুরান্ড, কলকাতা লিগে ওর খেলা আমাদের নজর কেড়েছে। সেই সময়ই আমরা ঠিক করি ডেভিডকে দলে নিতে হবে। এমন এক জন ফুটবলারকে দলে নিতে পেরে আমরা খুশি।দ

ডেভিডের জন্ম মিজোরামে। আইজল এফসি-র হয়ে যুব দলে খেলেছেন। ২০১৯-২০ মরসুমে আইজলের সিনিয়র দলে প্রথম বার জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তিন বছর খেলার পর মহমেডানে সই করেন ২০২৩ সালে। ২২ বছরের ডেভিড ডুরান্ডে তিনটি ম্যাচ খেলে ছ'টি গোল করেন। সোনার বুট জেতেন। কলকাতা লিগে ২১টি গোল করেছিলেন তিনি। আই লিগে করেন পাঁচটি গোল।

ডেভিডকে দলে নিয়ে ইমামির বিভাস বর্ধন আগরওয়াল বলেন, ডেভিড খুবই প্রতিভাবান। আগামী দিনে ভারতীয় দলে নিজের জায়গা পাকা করে নিতে পারে। আশা করব আমাদের হয়েও ও সাফল্য পাবে।

ফ্রান্সের স্বস্তির জয়, দেশমের 'সেঞ্চুরি'

ফ্রান্স ১ ০ অস্ট্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিলিয়ান এমবাপ্পের 'বন্ধুত্ব' তাহলে শুধু বিশ্বকাপের সঙ্গে, ইউরোর সঙ্গে নয়। নইলে দুই বিশ্বকাপ মিলিয়ে যার ১২টি গোল, তিনি ইউরোতে এখন পর্যন্ত একটাও গোল কেন পাবেন না!

এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ইউরো খেলছেন। সর্বশেষ ইউরোতে চারটি এবং এই ইউরোতে আজ প্রথম ম্যাচ অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে, এই ৫ ম্যাচের একটাতেও গোল করতে পারলেন না অনেকের চোখে এই সময়ের বিশ্বসেরা ফুটবলার।

অবশ্য গোল না পেলেও ডুসেলডর্ফে আজ ফ্রান্সের ১-০ গোলের জয়ে সবচেয়ে বড় অবদান এমবাপ্পেরই। তাঁর শট ঠেকাতে গিয়েই তো আত্মঘাতী গোল করলেন অস্ট্রিয়ান সেন্টার ব্যাক ম্যাক্সিমিলান ওবার। ফ্রান্সের কোচ হিসেবে দিদিয়ের দেশমের এটি ১০০তম জয়। তাঁর অধীনে এ দিন ১৫৬তম

ম্যাচটা খেলেছে ফ্রান্স। খুব দাপুটে না খেলতে পারলেও ৩ পয়েন্ট নিয়ে ইউরো শুরু করা গেল, এটাই বোধ হয় ফ্রান্সের জন্য বেশি স্বস্তির।

গোল না পেলেও শুরু থেকে ৯০ মিনিটে বদলি হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত একাধিক সুযোগ তৈরি করেছেন এমবাপ্পে। ৫৪ মিনিটে তো অস্ট্রিয়ার গোলকিপারকে একেবারে একা পেয়েও বল বাইরে মেরে দিয়েছেন সম্প্রতি রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানো এই ফরোয়ার্ড।

৩৮ মিনিটেই আত্মঘাতী গোল খেয়ে যাওয়া অস্ট্রিয়া অবশ্য হাল ছেড়ে দেয়নি। বরং পুরোটা সময় লড়েছে ফ্রান্সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মনে হয়েছে, যেকোনো সময় ওরা হয়তো সমতা ফেরাবে। তবে শেষ পর্যন্ত আর সেই সমতাসূচক গোলটা পায়নি অস্ট্রিয়া।

ম্যাচের শেষ দিকে হেড করতে গিয়ে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন দানসোর সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান এমবাপ্পে। তাঁর নাক থেকে রক্ত ঝরতেও দেখা যায়। বাড়তি কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তাই তাঁকে বদলি করেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম, নামান অলিভিয়ের জিরুকে। ৩৭ বছর ২৬১ দিন বয়সী জিরু তাতে রেকর্ড বইতে নাম তোলেন ইউরোতে ফ্রান্সের সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হয়ে।

গম্ভীর একা নন, ভারতের কোচ হওয়ার দৌড়ে হঠাৎ আসরে আরও দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত জানা গিয়েছিল, ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার দৌড়ে একাই রয়েছেন গৌতম গম্ভীর। কিন্তু মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ আরও দু'জনের নাম উঠে এল। তার মধ্যে এক জন ভারতীয় ও আর এক জন বিদেশি।

একটি সংবাদমাধ্যম তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি গম্ভীরের ইন্টারভিউ নিয়েছে। পাশাপাশি ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ডব্লিউভি রমনের। বিসিসিআইয়ের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটিতে রয়েছেন অশোক মলহোত্র, যতীন পরাঞ্জপে ও সুলক্ষণা নায়েক।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে বসে ভিডিয়ো কলে ইন্টারভিউ দিয়েছেন গম্ভীর। তবে রমন যে ভাবে ইন্টারভিউয়ে নিজের চিন্তাভাবনা বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছেন তাতে খুশি হয়েছে উপদেষ্টা কমিটি। এর আগে ভারতের মহিলা দলের কোচ ছিলেন রমন। সেই অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক বলেন, ত্তাম্ভীর নিজের কথা বলেছে। কিন্তু ইন্টারভিউয়ের জন্য আলাদা করে কোনও প্রস্তুতি ও নেয়নি। তবে রমন তৈরি হয়ে এসেছিল। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজন্টেশন দিয়েছে ও। সবাই খুব খুশি হয়েছে। বুধবার এক বিদেশির ইন্টারভিউ নেওয়া হবে।দ

প্রধান কোচের পাশাপাশি সহকারী কোচের জন্য বিসিসিআই বিজ্ঞাপন দেবে কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। মনে করা হচ্ছে, প্রধান কোচ বাছাই করে নেওয়ার পরেই সহকারী কোচ বাছা হবে। ওই আধিকারিক বলেন, ত্তসহকারী কোচ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান কোচের ভূমিকা অনেক বেশি। কারণ, সবাই নিজের পছন্দের ব্যক্তিকেই নিতে চায়। তাই বিসিসিআই আলাদা করে কোনও বিজ্ঞাপন দিচ্ছে না। যত দূর খবর তাতে গম্ভীরই হয়তো পরবর্তী কোচ হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ও ঠিক করবে সহকারী কোচ হিসাবে কাদের নেবে।

৪ ওভারে ৪ মেডেন, ফার্গুসনের কীর্তিতে সহজ জয় নিউজিল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নতুন রেকর্ডই গড়েছিলেন তানজিম হাসান। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই রেকর্ডটি খুইয়েছেন বাংলাদেশের পেসার। ২৪টি ডট বল করে বা ৪ ওভারই মেডেন নিয়ে বিশ্বকাপ রেকর্ড তো ভেঙেছেনই লকি ফার্গুসন, ছুঁয়েছেন আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টির বিশ্ব রেকর্ডও।

ত্রিনিদাদের তারুবায় ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে পাপুয়া নিউগিনির (পিএনজি) বিপক্ষে ৪ ওভার বল করে ৪টিই মেডেন নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন কিউই পেসার। কানাডার সাদ বিন জাফরের পর মাত্র দ্বিতীয় বোলার হিসেবে এই কীর্তি গড়া ফার্গুসন কোনো রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেটও।

আর তাতে বিশ্বকাপ থেকে আগেই বিদায় নিশ্চিত হওয়া নিউজিল্যান্ড দেশে ফিরছে আরেকটি জয় নিয়ে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিবেশীদের ৭৮ রানে অলআউট করে ৪৬ বল ও ৭ উইকেট হাতে রেখে তা পেরিয়েছে কেইন উইলিয়ামসনের দল।

বৃষ্টিতে দেরিতে শুরু হওয়া ম্যাচের পঞ্চম ওভারে প্রথম বোলিং পান ফার্গুসন। কিউই পেসারের করা প্রথম বলেই ড্রাইভ করতে গিয়ে প্রথম স্লিপে ক্যাচ দেন পিএনজি অধিনায়ক আসাদ ভালা। টানা দুই ওভার মেডেন নিলেও উইলিয়ামসন বোলিং থেকে সরিয়ে নেন ফার্গুসনকে। ফার্গুসন আবার আক্রমণে ফেরেন পিএনজি ১১ ওভারে ২ উইকেটে ৪১ রান তোলার পর। ফিরেই দ্বিতীয় বলে চার্লস আমিনিকে এলবিডব্লু করে দেন। ফার্গুসন উইকেট নেন ১৪তম

ওভারের দ্বিতীয় বলেও, এবার বোল্ড চ্যাড সোপার। ফার্গুসন ৪,৪, ০,৩, ওই ওভার শেষে স্কোরকার্ডটা এমনই দেখাচ্ছিল।

৪ ওভারে ৪ মেডেন, আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টি প্রথম এমনটা দেখে ২০২১ সালে। কানাডার বাঁহাতি স্পেনার সাদ বিন জাফর কুলিজে পানামার বিপক্ষে ৪ ওভারে কোনো রান না দিয়ে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে এ ছাড়া এক ম্যাচে ৩টি করে মেডেন নিয়েছেন দুজন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পিএনজি ১৯.৪ ওভারে ৭৮ (আমিনি ১৭, ভানুয়া ১৪, বাউ ১২; ফার্গুসন ৩/০, সাউদি ২/১১, বোল্ট ২/১৪, সোধি ২/২৯, স্যান্টনার ১/১৭)।

নিউজিল্যান্ড ১২.২ ওভারে ৭৯/৩ (কনওয়ে ৩৫, মিচেল ১৯*, উইলিয়ামসন ১৮*; মোরেয়া ২/৪, কামেয়া ১/২৩)।

ফল নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ লকি ফার্গুসন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**